গল্পে গল্পে

হযরত উসমান

রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু

মুহাম্মদ সিদ্দিক আল মান্‌শাবী

দারুস সালাম বাংলাদেশ

গল্পে গল্পে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু

মূল
মুহাম্মদ সিদ্দিক আল মান্শাবী

অনুবাদ ও সম্পাদনায়
যোবায়ের হোসাইন রাফীকী
দাওরায়ে হাদীস (মুমতাজ)
আল জামিয়াতুল আহ্লিয়া দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
ফাযিল (অনার্স), আল হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ
তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, ঢাকা।

প্রকাশনায়

দারুস সালাম বাংলাদেশ
বুক্স এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭১৫৮১৯৮৬৯, ০১৯৭৫৮১৯৮৬৯
E-mail: darussalambangladesh@gmail.com

পৃষ্ঠপোষকতায়
মোসাম্মাৎ সকিনা খাতুন

প্রকাশক
মুহাম্মদ আবদুল জাব্বার
দারুস সালাম বাংলাদেশ
মোবাইল : ০১৭১৫৮১৯৮৬৯, ০১৯৭৫৮১৯৮৬৯।

পরিচালক
ফাওযুল আযিম ফাওযান

পরিচালনায়
মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯২৬২৭৩০৩৫।

বিক্রয় প্রতিনিধি ঃ পাবনা
মুহাম্মদ মুনির হোসেন।
মোবাইল : ০১৭৩৪৬৪১৯১৭

প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী, ২০১৫

মুদ্রণে ঃ ক্রিয়েটিভ প্রিন্টার্স

হাদিয়া ঃ ১৪০.০০ টাকা মাত্র।

অনুবাদকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ তাআ'লার যিনি মুসলমানদের জন্যে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার আদর্শ হিসেবে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মতো এক মহান রাষ্ট্রনায়ককে উপমা হিসেবে রেখেছেন। আর দরূদ ও সালাম সেই মহামানবের ওপর যাঁর আদর্শ অনুসরণে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী শাসন পরিচালনা করে বিশ্বের বুকে ন্যায়-ইনসাফের ইতিহাস গড়ে গেছেন।

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর জীবনে ঘটে যাওয়া আকর্ষণীয় ঘটনাগুলো থেকে একশত ঘটনা বিশিষ্ট আরবীয় লেখক মুহাম্মদ সিদ্দিক আল মান্‌শাবী তাঁর ١٠٠ قِصَّةٍ وَقِصَّةٍ مِنْ حَيَاةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رضى الله عنه নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। বাংলা ভাষাভাষী কিশোর কিশোরীর নিকট ইসলামের উজ্জ্বল নক্ষত্র, ইসলামী রাষ্ট্রের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর জীবনের শিক্ষণীয় ঘটনাগুলো তুলে ধরতে আমরা এ বইটি বাংলায় অনুবাদ করার ইচ্ছা করি। অবশেষে মহান আল্লাহর ইচ্ছায় তা সম্পন্ন করি। সে একশত ঘটনার সাথে আমরা আরো কিছু আকর্ষণীয় ঘটনাও সংযোগ করি।

প্রিয় বন্ধুরা! বর্তমান অপসংস্কৃতির কবল থেকে নিজেদের রক্ষা করে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও সুন্দর জীবন গঠন করতে প্রয়োজন আদর্শবান নক্ষত্রতুল্য লোকদের অনুসরণ। কিন্তু বড় আফসোস! মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করে আমরা বিজাতীয় লোকদের অনুসরণ করে গর্ববোধ করি, অথচ আমাদের অতীত ইতিহাস কত উজ্জ্বল, ইসলামে কত মহান মহান ব্যক্তি রয়েছেন তা আমাদের অনেক ছোট বন্ধুরা জানেই না। তাঁদের একজনের সাথে যদি বর্তমান বিশ্বে স্বীকৃত সকল মনীষীর তুলনা করা হয় তবুও তাঁদের একজনের সমতুল্য হবে না।

এ গ্রন্থে উম্মতে মুহাম্মাদীর অগ্রগামী সৈনিক, তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর জীবনে ঘটে যাওয়া মহামূল্যবান ঘটনাবলি সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। যে ঘটনাবলি কোনো ব্যক্তির জীবনকে সুন্দর করে সাজানোর ক্ষেত্রে পরশপাথরের ন্যায় কাজ করবে। হ্যাঁ ছোট্ট বন্ধুরা, তোমার জীবনের আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসতে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর জীবনে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনাই যথেষ্ট।

অবশেষে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ, তিনি যেন আমাদেরকে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মতো মহান ব্যক্তিকে অনুসরণ করে নিজেদের জীবন গড়ার তাওফীক দান করেন.............আমীন।

দোয়া কামনায়
যোবায়ের হোসাইন রাফীকী

সূচিপত্র

উসমান বিন আফ্‌ফান রাদিয়াল্লাহু আনহু

উসমান বিন আফ্ফান

আমীরুল মুমিনীন উসমান বিন আফ্ফান ইসলামের তৃতীয় খলিফা ছিলেন। তিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন ছিলেন। তিনি নবী করীম ﷺ-এর জামাতা ছিলেন। নবী করীম ﷺ-এর দুই কন্যাকে বিয়ে করার কারণে তাঁকে যুন্ নূরাইন (দুই নূরের অধিকারী) উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল।

তিনি মক্কা মুকার্‌রমায় আমুল ফিলের ছয় বছর পর জন্মগ্রহণ করেন এবং এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বেড়ে উঠেন। তাঁর বাবা তাঁর শিষ্টাচার, ব্যবহার ও জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে খুবই লক্ষ্য রেখেছেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই লেখাপড়া অর্জন করেন। আরবদের প্রচলিত কবিতা, তাদের বংশনামা, সাহিত্য, ইতিহাস এসব বিষয়ে তিনি অধ্যয়ন করেন। তৎকালীন আরবদের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি উল্লেখযোগ্য একজন ছিলেন।

কর্মজীবনে তিনি ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন এবং একজন দক্ষ ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি নিজেকে এক উত্তম চরিত্রে সুশোভিত করেছেন। তাঁর মাঝে উত্তম গুণাবলির সবগুলো ফুটে উঠেছে। মানুষের কাছে তাঁর আলাদা এক মর্যাদাগত অবস্থান ছিল। ইসলাম আসার পূর্বেও তিনি সকলের সম্মানের পাত্র ছিলেন। তিনি কখনো মূর্তির সামনে সিজদাহ করেননি। তিনি দানশীলতা ও দয়ার কারণে সবার কাছে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁকে মনে হতো তিনি এক পাহাড়, যে পাহাড়ের উপর জ্ঞান রাখা হয়েছে। তিনি একজন বিশ্বস্ত আমানতদার ছিলেন। অগ্রগামীদের সাথে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন, চৌত্রিশজন ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি ইসলাম গ্রহণে পঁয়ত্রিশতম। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তাঁর চাচা তাঁকে বন্দি করে শাস্তি দিয়েছে এবং কঠোর তিরস্কার করেছে। তবুও তিনি ঈমানের ওপর অটল ছিলেন। হিজরতের অনুমতি পাওয়ার পর তিনি দুইবার হিজরত করেন। একবার হাবশায় অতপর মদিনায়।

তিনি রাসূল ﷺ-এর কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলছুমকে বিয়ে করেছেন। তাঁর বিয়ে আসমানের অহীর মাধ্যমে হয়েছে। তাঁর জীবন সৌভাগ্য ও পুণ্যতে পরিপূর্ণ।

তিনি রাসূল ﷺ-এর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন এবং নিজ তরবারিকে উন্মুক্ত করে লড়াই করেছেন। বদরের যুদ্ধে তাঁর স্ত্রী ও রাসূল ﷺ-এর কন্যা অসুস্থ থাকায় রাসূল ﷺ তাঁকে মদিনায় রেখে গেলেন। তবে তিনি তাঁকে যুদ্ধের একজন হিসেবে গণ্য করেছেন এবং তাঁকে গনিমতের অংশও প্রদান করেছেন।

হুদাইবিয়ার সময় রাসূল ﷺ তাঁকে মক্কায় প্রেরণ করেন। বাইয়াতে রেদওয়ানে রাসূল ﷺ নিজের হাতকে তাঁর হাতের পরিবর্তে পেশ করেছেন।

তিনি কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। তাঁর দাড়ি অনেক লম্বা ছিল, চেহারা অনেক সুন্দর ছিল, খুব খাটও ছিলেন না আবার লম্বাও ছিলেন না এবং হাত পাগুলো অনেক লম্বা ছিল। তাঁর বক্ষ চওড়া ছিল। তিনি সম্মান মর্যাদার পূর্ণ অংশ অর্জন করেছেন। তাঁর অনেক বিশেষত্ব ছিল। তাঁর থেকে অনেক অলৌকিকতা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর কথা খুবই সুন্দর ছিল। তিনি ভালো বক্তৃতা দিতে পারতেন। চারিত্রিকভাবে তিনি খুবই পবিত্র ছিলেন। জাহিলী যুগেও তিনি যিনা-ব্যবিচার ও মদপান করেননি। তাঁর বীরত্বও অনেক ছিল। তিনি একজন দুনিয়াবিরাগী নেতা ছিলেন, খুবই ইবাদতগুজার ছিলেন। এমনকি তিনি এক রাকাত নামাযে কোরআন খতম করেছেন। তাঁর ধৈর্য অনেক বেশি ছিল। তিনি অনেক বেশি শুকরিয়া আদায় করতেন। তাঁর নম্রতা ও লজ্জা অনেক বেশি ছিল। তাঁর দানশীলতার হাত ছিল বিশাল। তিনি একজন বিশ্বস্ত খলিফা ছিলেন। তিনি খুবই ধনী ছিলেন, কিন্তু এ ধন তাঁকে দুনিয়াবী করে দেয়নি। তিনি নিজ অর্থে মুসলমানদের জন্যে বী'রে রুমা ক্রয় করে মুসলমানদের জন্যে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছেন। তিনিই তাবুকের যুদ্ধে সৈন্যদেরকে অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে সাজিয়েছিলেন। এত অর্থের মালিক হওয়ার পরেও তিনি সিরকা ও জায়তুন খেয়ে দিন কাটাতেন। তিনিই কোরআন শরীফকে পূর্ণাঙ্গরূপে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি অল্প খাবারে সন্তুষ্ট থাকতেন এবং বেশি আমলে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইন্তিকালের পর তিনি খেলাফতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। খলিফা হওয়ার পর তিনি ইসলামের ঝাণ্ডাকে উপরে তুলে ধরলেন। তাঁর হাতে আরমেনিয়া বিজয় হয় এবং আফ্রিকায় অভিযান করা হয়। তাঁর আমলেই মুসলমানরা খুরাসানে প্রবেশ করে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা তিবরিস্তানের কাছে পৌঁছে যায়। তিনি প্রথম মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী প্রশস্ত করেন। জুমার প্রথম আযান দেওয়ার ব্যাপারে তিনিই নির্দেশ

দিয়েছিলেন। তিনি পুলিশ বাহিনী তৈরি করেছেন এবং বিচারের জন্যে আলাদা কার্যালয় নির্ধারণ করেছেন। তিনি সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ থেকে পরামর্শদাতা নিয়োগ করেছেন। তাঁর নয়জন ছেলে ছিল আর হুরের মতো সাতজন মেয়ে ছিল। তাঁর খেলাফতের শেষকালে বিদ্রোহ দেখা দেয়। অবশেষে বিদ্রোহীরা তাঁকে হত্যা করে। তিনি শহীদ হয়ে এ দুনিয়া ত্যাগ করেছেন। তাঁর রক্তে কোরআনে কারীম রঞ্জিত হয়েছে। তিনি যখন শহীদ হয়েছেন তখন তিনি রোযাদার ছিলেন। স্বপ্নে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তাঁর সাথে ইফতার করার কথা বলেছেন। আর তাই তিনি সেদিন রোযা রেখেছেন এবং রোযা অবস্থায় শহীদ হয়েছেন।

তিনি হিজরি তেইশ সালের সোমবার খিলাফত প্রাপ্ত হয়েছেন আর পঁয়ত্রিশ হিজরির শুক্রবার শহীদ হয়েছেন। শনিবার মাগরিব ও ইশার নামাযের মাঝ সময়ে তাঁকে দাফন করা হয়েছে। তাঁকে যে জমিনে দাফন করা হয়েছে তা তাঁর ক্রয় করা জমিন ছিল। পরে তাঁর এ জমিনকে জান্নাতুল বাকির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

* * *

এ কিতাবটি ছোট ছোট শিক্ষণীয় ঘটনার কিতাব। আমি এ কিতাবে তৃতীয় খলিফা আমীরুল মুমিনীন উসমান বিন আফ্ফান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো একত্রিত করেছি। আমি এখানে তাঁর মর্যাদা তুলে ধরেছি, তাঁর আখলাক ও আচার-ব্যবহারের বর্ণনা দিয়েছি এবং তাঁর অবস্থান বর্ণনা করেছি। তাঁর বীরত্ব তুলে ধরেছি। তাঁর ওপর আরোপিত মিথ্যা অপবাদগুলো খণ্ডন করেছি। যাতেকরে তা মুসলমানদের জন্যে পথের দিশারি ও স্মরণ করার মতো হেদায়েত হয়। আল্লাহ তা'আলাই মুত্তাকীনদের অভিভাবক।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ইসলাম গ্রহণ

মক্কা নগরীতে ইসলামের সূর্য উদিত হলো। ইসলামের নূরে শিরকের অন্ধকার দূর হতে লাগল। আসমান থেকে অহী নাযিল হওয়া শুরু হলো। যে অহী সকালের আলোর মতো মানুষের অন্তর আলোকিত করতে লাগল। আর এ আলোতে আলোকিত হতে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-ও নিজেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে পেশ করলেন। তিনি তাঁর হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর ইসলাম গ্রহণে তাঁর চাচার মনে খুব ক্ষোভের সঞ্চার হলো। সে তাঁকে বন্দি করে কঠিনভাবে বেঁধে ফেলল।

সে তাঁকে ধমক দিয়ে বলল, তুমি কী তোমার বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করেছ? আল্লাহর শপথ! তুমি যতক্ষণ না ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাকে ছেড়ে দিব না।

তার কথার প্রত্যুত্তরে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পূর্ণ ঈমানের সাথে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তা ছাড়বও না তা থেকে আলাদাও হব না। উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এভাবে দিনের দিন কাটিয়ে দিতে লাগলেন। মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটিয়ে দিতে লাগলেন তবু ঈমান থেকে সরে যাননি। তখন তাঁর চাচা তাঁর এমন অটল অবস্থান দেখে তাঁকে ছেড়ে দিল।[১]

---

[১] ইবনে সা'দ এটি তার ত্বাবাকাতুল কুবরাতে এনেছেন, ৩য় খণ্ড, ৪০ পৃ,।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বিয়ে

আবু লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মে জামিলের মুখের বিষাক্ত তীর বারবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর নতুন ধর্মের দিকে তীব্র বেগে ছুটে এসে আঘাত করছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করে এর প্রতিরোধ করেন। তিনি বলেন, تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ "আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হয়ে গেছে, সে নিজেও ধ্বংস হয়ে গেছে।"

এতে আবু লাহাব খুবই রেগে গেল। সে এর প্রতিশোধ নিতে চাইল। তাই তার দুই ছেলেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেয়ে রুকাইয়া রাদিআল্লাহু আনহা ও উম্মে কুলছুম রাদিআল্লাহু আনহা তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিল। তখন তার ছেলেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেয়েদেরকে তালাক দিয়ে দিল। বিয়ে হলেও তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেয়েদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানেই তাদেরকে এ সুযোগ দেননি।

এ খবর মক্কায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। খবরটি উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কানেও গেল। তিনি দ্রুত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে রুকাইয়া রাদিআল্লাহু আনহা-এর জন্যে প্রস্তাব দিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করে তাঁর সাথে তাঁর মেয়ে রুকাইয়াকে বিয়ে দিলেন। বিবাহিতদের মধ্যে উসমান ও রুকাইয়া রাদিআল্লাহু আনহা-এর জুটি অনেক মানানসই ছিল। লোকের মুখে মুখে এ কথা রটে গেল। তারা বলতে লাগল, আমরা উসমান ও রুকাইয়ার মতো সুন্দর জুটি আর দেখিনি।[২]

---

[২] তাইসীরুল কারীম আল মানান ফী সিরাতে উসমান বিন আফ্ফান, ২০ পৃ।

সবচেয়ে উত্তম স্বামী স্ত্রী

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রিয় পালকপুত্র যায়েদের ছেলে উসামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে একটি গোস্তের পাত্র নিয়ে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। যে গোস্তের পাত্রটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মেয়ে রুকাইয়া তাঁর জামাতা উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর জন্যে হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করতে চেয়েছেন। উসামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তখনো ছোট ছিলেন। তিনি তাঁর বাবার মতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অনেক প্রিয় ছিলেন।

উসামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁদের ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন, রুকাইয়া রাদিআল্লাহু আনহা বসে আছেন। তখন তিনি একবার রুকাইয়া রাদিআল্লাহু আনহা-এর দিকে তাকালেন আবার তাঁর স্বামী উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দিকে তাকালেন।

তাঁদেরকে পাত্রটি দিয়ে এসে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ফিরে এলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- তাঁকে বললেন, তুমি কী তাদের ঘরে গিয়েছ?

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কী তাদের থেকে উত্তম কোনো স্বামী স্ত্রী দেখেছ?

তিনি বললেন, না, হে আল্লাহর রাসূল।[৩]

---

[৩] তারিখুল খুলাফা ২৪২ পৃ.।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর হাবশায় হিজরত

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দেহ কষ্টের আঘাতে জর্জরিত। কুফরির কাঁটাগুলো তাঁর পোশাককে বিদীর্ণ করার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। এ অসহনীয় নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্যে তিনি হিজরত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ইসলামের ইতিহাসে তিনিই প্রথম পরিবার-পরিজনসহ হাবশায় হিজরত করেছেন।

তাঁদের হিজরত করার সিদ্ধান্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কানে এসে পৌঁছে। তখন থেকে তিনি তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর রাখতে লাগলেন।

এরই মধ্যে এক মহিলা এসে বলল, আবুল কাসেম!......আমি আপনার জামাতাকে সফর শুরু করতে দেখেছি। তাঁর স্ত্রী একটি দুর্বল গাধার উপর আর সে নিজে গাধাটিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সহায়ক হোন। লূত (আ)-এর পর উসমানই প্রথম পরিবারসহ হিজরত করছেন।[৪]

---

[৪] আল মুতালিবুল আলিয়া, ৪র্থ খণ্ড, ৫৪ পৃ.।

উম্মে কুলছুম ও উসমান -এর বিয়ে

খুব অসুস্থ হওয়ার পর সাইয়্যেদা রুকাইয়া মদিনায় ইন্তিকাল করেন। তাঁর পবিত্র রূহ অত্যন্ত আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষী হয়ে তাঁর প্রভুর কাছে প্রত্যাবর্তন করেছে। তাঁর মৃত্যুতে উসমান খুবই মর্মাহত হলেন। যেন দুঃখ ও বেদনা তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। তবুও তিনি তাঁর কঠিন দুঃখ ও মসিবত তাঁর আহত হৃদয়ে চেপে রেখেছেন। কাউকে তা বলতেন না। নিজের দুঃখ নিজের মাঝে লুকিয়ে রাখা তিনি পছন্দ করতেন। এভাবে দিনের পর দিন অতিবাহিত হতে লাগল..........এরই মধ্যে একদিন উসমান নবী করীম -এর সাথে দেখা করলেন।

তখন তিনি তাঁকে বললেন, উসমান! ইনি হচ্ছেন জিবরাঈল, তিনি আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা রুকাইয়ার মোহরানার সমান মোহরানা ধরে উম্মে কুলছুমকে তোমার সাথে বিয়ে দিয়েছেন।[৫]

নবী করীম বললেন, আমি আসমানের অহী পেয়েই উসমানের সাথে উম্মে কুলছুমকে বিয়ে দিয়েছি।[৬]

---

[৫] ইবনে মাজাহ হাদিসটি দুর্বল সনদে এনেছেন, ১১০।

[৬] হাশিমী হাদিসটি আম মাজমাতে উল্লেখ করেছেন, ৯ম খণ্ড, ৮৬ পৃ.।

যদি আমার আরেকজন মেয়ে থাকত

নবম হিজরির শা'বান মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেয়ে উম্মে কুলছুম রাদিআল্লাহু আনহা যিনি উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর স্ত্রী, তিনি কঠিন অসুস্থ হওয়ার কিছুদিন পর ইন্তিকাল করেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জানাযার নামায আদায় করেন। তিনি তাঁর কবরের পাশে বসলেন। ওইদিকে তাঁর দুই চোখের অশ্রু অঝোর ধারে ঝরতে লাগল।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-ও একে একে স্ত্রী উম্মে কুলছুম ও রুকাইয়াকে হারানোর শোকে খুবই মর্মাহত হলেন।

তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কানে কানে বললেন, যদি আমার আরেকজন মেয়ে থাকত তবে তাকেও আমি তোমার সাথে বিয়ে দিতাম।[৭]

নাজ্জাশীর পরীক্ষা

ইসলামের সূচনাকালে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও তাঁর স্ত্রী হাবশায় হিজরত করেন। তিনি নাজ্জাশীর দরবারে মর্যাদার সাথে প্রবেশ করলেন। সবাই নাজ্জাশীর দরবারে মাথা নিচু করে প্রবেশ করে, কিন্তু উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বিপরীত করলেন। তিনি মাথা নিচু করে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। তখন নাজ্জাশী তাঁকে জিজ্ঞেস করল, তোমার সঙ্গীরা যেভাবে মাথা নিচু করে প্রবেশ করে তুমি কেন তেমন করনি?

তিনি বললেন, আমি আল্লাহ ব্যতীত আর কারো সামনে মাথা নতকারী নই।[৮]

---

[৭] মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৩য় খণ্ড, ৪১ পৃ.।

[৮] আছারুস সাহাবা ২য় খণ্ড, ২৬ পৃ.।

এক লোক যাকে ফেরেশতা লজ্জা করে

উসমান সর্বোৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর চরিত্র ফুলের মতো সুশোভিত ছিল।

একদিন রাসূল আয়েশা-এর ঘরে শুয়েছিলেন। তখন তাঁর উরুর ওপর থেকে কাপড় হালকা সরেছিল। এরই মধ্যে আবু বকর ঘরে আসতে চাইলে রাসূল তাঁকে অনুমতি দিলেন অথচ তিনি সে অবস্থায় ছিলেন। এরপর ওমর আসতে চাইলে তিনি ওই অবস্থায় থেকে তাঁকেও অনুমতি দিলেন, কিন্তু যখন উসমান ঘরে আসার অনুমতি চাইলেন তখন তিনি তাঁর কাপড় ঠিকঠাক করে স্বাভাবিকভাবে বসলেন। এরপর তাঁকে ঘরে আসার অনুমতি দিলেন। তারপর আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁরা যতক্ষণ কথাবার্তা বলার বললেন। কথাবার্তা শেষ হওয়ার পর উসমান চলে গেলেন।

তাঁরা চলে যাওয়ার পর আয়েশা অবাক হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আবু বকর আপনার কাছে আসল তখনো আপনি আগের মতো ছিলেন, তাঁকে এ ব্যাপারে পরওয়া করেননি। এরপর ওমর আসল তাও আপনি আগের মতোই ছিলেন, তাঁকেও এ ব্যাপারে পরওয়া করেননি। কিন্তু উসমান আসার পর আপনি আপনার কাপড় ঠিকঠাক করে বসলেন!

তখন মণিমুক্তার ঝিলকানির মতো রাসূল তাঁর দুই ঠোঁটে মৃদু হেসে বললেন, আয়েশা! আমি কী সে ব্যক্তিকে লজ্জা করব না যাকে ফেরেশতারা পর্যন্ত লজ্জা করে।[১]

[১] মুসলিম, হাদিস নং ২৪০১।

আমি উসমানের ওপর সন্তুষ্ট

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারের সদস্যরা চারদিন ধরে ক্ষুধার্ত। খাবার না পেয়ে তাঁদের পেট আর সইতে পারছিল না। ক্ষুধায় বাচ্চারা কান্নাকাটি করছিল।

এ কঠিন পরিস্থিতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে এসে বললেন, আয়েশা, আমি যাওয়ার পরে কি তোমরা কিছু পেয়েছ?

তিনি বললেন, কোথায় থেকে? যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা আপনার হাত দ্বারা কিছুর ব্যবস্থা করেন।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু করে নামাযে দাঁড়ালেন। তিনি আল্লাহর কাছে খুব বিনয়ের সাথে কান্নাকাটি করে প্রার্থনা করতে লাগলেন।

দিনের শেষ দিকে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খাবার-দাবার নিয়ে আসেন। তিনি ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন।

তখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজেকে আড়ালে রাখতে চাইলেন। তারপর তিনি তাঁকে ঘরে আসার অনুমতি দিলেন।

ঘরে প্রবেশ করে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, মা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায়?

তিনি বললেন, বেটা, মুহাম্মদের পরিবার আজ চার দিন ধরে কোনোকিছু খেতে পারেনি।

এ কথা শুনে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রচণ্ড কান্না শুরু করলেন। তাঁর চোখের অশ্রু অঝোর ধারে প্রবাহিত হতে লাগল। কান্না জড়িতকণ্ঠে তিনি বলতে লাগলেন, দুনিয়ার সাথে শত্রুতা পোষণ করলাম।

এরপর তিনি দ্রুত বাতাসের ন্যায় ছুটে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারের জন্যে গম, আটা, খেজুরের বস্তা ও একটি চামড়া ছোলা ছাগল পাঠিয়ে দিলেন। সাথে তিন শত দিরহামও দিলেন।

এগুলো আসতে ও তৈরি হতে তো সময় লাগবে তাই তিনি কিছু রুটি ও ভুনা গোস্ত আগেই পাঠিয়ে দিলেন।

এমন পুণ্যের কাজ করতে পেরে তিনি মৃদু হেসে তাঁদেরকে বলতে লাগলেন, আপনারা খেয়ে নিন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসার আগেই তাঁর জন্যেও তৈরি করে রাখুন।

এরপর তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে গিয়ে আল্লাহর দোহাই দিয়ে তাঁকে অনুরোধ করে বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে এরকম পরিস্থিতি হলে তিনি যেন তাঁকে জানান।

এর কিছুক্ষণ পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বললেন, আমি যাওয়ার পর কি তোমাদের কাছে কিছু এসেছে?
তখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল। আমি জেনেছি আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করতে বের হয়েছেন। আর আমি এও জেনেছি আল্লাহ তা'আলা আপনার দোয়া ফিরিয়ে দিবেন না।
তিনি বললেন, তোমরা কী কী পেয়েছ?
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে আটা, গম ও খেজুরসহ আরো আরো সবগুলোর কথা জানালেন।
তিনি বললেন, কার পক্ষ থেকে এসেছে?
তিনি বললেন, উসমান বিন আফ্ফান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পক্ষ থেকে। তিনি আমার কাছে এসেছেন, তখন আমি আমাদের অবস্থা বললে তিনি তা শুনে খুবই কান্নাকাটি করলেন। তিনি দুনিয়ার ওপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং এমন পরিস্থিতি হলে আমি যেন তাঁকে জানাই সে জন্যে কসম দিয়ে অনুরোধ করে গেলেন।
এ কথা শুনার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু বসেনও নি, ক্ষুধার্ত হওয়ার পরেও কোনো খানা গ্রহণ করেননি; বরং সাথে সাথে মসজিদের দিকে ছুটে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! আমি উসমানের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছি, আপনিও তার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান..........এ কথা তিনি তিনবার বললেন।[১০]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে চারিত্রিক মিল

একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মেয়ে উম্মে কুলছুম রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ঘরে এসে দেখতে পেলেন, তিনি তাঁর স্বামী উসমানের মাথা ধুয়ে দিচ্ছে।
তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আমার মেয়ে আব্দুল্লাহর বাবার (উসমান) সাথে সদ্ব্যবহার কর, কেননা আমার সাহাবীদের মধ্যে সে চারিত্রিক দিক দিয়ে আমার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।[১১]

---

[১০] আর্ রিক্কাতু ওয়াল বুকা, ইবনে কুদামা, ১৮৭ পৃ.।
[১১] হাশিমী হাদিসটি আম মাজমাতে উল্লেখ করেছেন, নং ১৪৫০০০। এর বর্ণনাকারীরা সহীহ।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও কূপের ইহুদি মালিক

উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর ব্যবহার ছিল হৃদয় ছোঁয়ার মতো। তাঁর ব্যবহারকে তাঁর দানশীলতা আরো বেশি ওপরে তুলে ধরেছিল।

হিজরত করে মদিনায় আগমন করার পর যখন মুসলমানদের মন সেখানে স্থির হলো. মদিনায় তাঁদের জীবন ভালোই চলতে লাগল, কিন্তু মুসলমানগণ সেখানে সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়লেন পানি নিয়ে। মদিনাতে শুধু একটি কূপেই মিঠা পানি পাওয়া যেত। কূপটি বী'রে রুমা নামে পরিচিত ছিল। কূপটির মালিক ছিল এক ইহুদি। সে কূপটির পানি বিক্রয় করত, কিন্তু মুসলমানদের সবার কাছে পানি ক্রয় করে খাওয়ার মতো সামর্থ্য ছিল না। এ কারণে পানির অভাবে তাঁরা বিশাল সমস্যার সম্মুখীন হলেন। বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে খুবই চিন্তিত করল। তাই তিনি মানুষদেরকে একত্রিত করে নসিহত করলেন এবং এ কূপটি ক্রয় করার প্রতি উৎসাহিত করতে লাগলেন।

তিনি বললেন, কে আছ কূপটি ক্রয় করে তার বালতির সাথে মুসলমানদের বালতিও রাখবে আর বিনিময়ে জান্নাতে এর থেকে উত্তম কিছু লাভ করবে?[১২]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথাগুলো উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর কানেও প্রতিধ্বনিত হলো। তাঁর অন্তরে কথাটি প্রভাবিত করল।

তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘোষিত পুরস্কার পাওয়ার আশায় সবার আগে ছুটে চললেন। তারপর অর্থকড়ি জমা করে ইহুদির কাছে গিয়ে দর কষাকষি করে বারো হাজার দেরহামে কূপটির অর্ধেক ক্রয় করে মুসলমানদের জন্যে ওয়াক্ফ করে দিলেন। তখন মুসলমানরা সে কূপ থেকে পানি পান করা শুরু করেছে। কূপটির পানি প্রতি দুই দিনের একদিন উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর ভাগে ছিল। যার ফলে দিনের বেলা মুসলমানগণ সেখান থেকে পানি নিয়ে জমা করে রাখত।

তখন ইহুদি লোকটি বলল, উসমান, তুমি আমার কূপটি নষ্ট করে দিয়েছ। সুতরাং আট হাজার দেরহামে কূপের বাকি অংশও কিনে নাও।

---

[১২] তিরমিযী শরীফ, ৩৭০৩ নং হাদিস।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জান্নাতি

আমি অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরজার দারওয়ান হবো, এ কথা বলে আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একটি লাঠি নিয়ে রওনা করলেন।

এদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বী'রে উরাইস এসে অযু করলেন। তারপর তিনি কূপের ওপর বসে রইলেন।

কিছুক্ষণ পর আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এসে তাঁকে সালাম দিলেন। তারপর তিনি সৃষ্টির সেরা মানবের দারওয়ান হিসেবে দরজায় গিয়ে বসলেন।

তিনি দরজায় গিয়ে বসার পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এসে দরজায় টোকা দিলেন।

আওয়াজ শুনে আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, কে?

তিনি বললেন, আবু বকর।

আবু মূসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, অপেক্ষা কর।

তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আসতে চাচ্ছেন এ কথা জানালেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাঁকে আসার অনুমতি দাও, আর সাথে সাথে জান্নাতের সুসংবাদ দিও।

আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দরজায় গিয়ে তাঁকে বললেন, আস, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

অনুমতি পেয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ডান পাশে বসলেন।

এরপর আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পুনরায় নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে বসলেন। কিছুক্ষণ পর আবার কেউ একজন দরজার কড়া নাড়া দিল।

তিনি বললেন, কে?

লোকটি বললেন, ওমর বিন খাত্তাব।

তিনি বললেন, অপেক্ষা কর।

তারপর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে সালাম দিয়ে বললেন, ওমর আপনার কাছে আসার অনুমতি চাচ্ছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে আসার অনুমতি দাও, আর সাথে সাথে জান্নাতের সুসংবাদ দিও।

তখন তিনি দরজায় গিয়ে বললেন, আস, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

অনুমতি পেয়ে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাম পাশে বসলেন।

আবার কিছুক্ষণ পর আরেক লোক এসে দরজার কড়া নাড়া দিল।
আবু মূসা আশআরী বললেন, কে?
লোকটি বলল, উসমান বিন আফ্‌ফান।
তিনি বললেন, অপেক্ষা কর।
এরপর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সালাম দিয়ে বললেন, উসমান আপনার কাছে আসার অনুমতি চাচ্ছে।
তিনি বললেন, তাকে আসার অনুমতি দাও, আর সাথে সাথে মসিবতের সম্মুখীন হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে এ সুসংবাদও দিও।
তারপর আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দরজায় ফিরে এসে বললেন, আস, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে মসিবতের সম্মুখীন হওয়ার পর জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ দিয়েছেন।
তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু চিন্তিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ, ধৈর্য চাই।[১৩]

তুমি আল্লাহর জামা খুলে ফেলো না

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে ডেকে পাঠালেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর কাছে আসলে তিনি তাঁর সাথে অনেকক্ষণ যাবত কথাবার্তা বললেন।
এরপর তিনি তাঁর কাঁধে মৃদু আঘাতে হাত রেখে বললেন, উসমান, সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা তোমাকে একটি জামা পরিধান করাবে। যদি মুনাফিকরা সে জামা খুলে ফেলতে চায় তুমি তা খুলবে না যতক্ষণ না আমার সাথে মিলিত হও। এ কথাটি তিনি তিন বার বললেন।[১৪]

[১৩] মুসলিম শরীফ, হাদিস নং ২৪০৩।
[১৪] আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৮৬। ফাযায়েল, ৮১৬।

দুঃসময়ের সৈন্যদল

দান করলে মানুষ আখেরাতমুখী হয়। সম্পদতো হাতের ময়লা। যে সম্পদ অন্বেষণ করতে যাই সেটি তাকে সে পথে নিয়ে যায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মিম্বরে উঠলেন। তিনি মানুষকে জিহাদে দান করার জন্য উৎসাহিত করতে গিয়ে বললেন, কে জায়সুল উসরাকে সজ্জিত করবে? জায়সুল উসরা অর্থ দুঃসময়ের সৈন্যদল বা অভাবে পতিত সৈন্যদল।

এ কথা বলার পর তাঁর দৃষ্টি একের পর একের দিকে যেতে লাগল। সকলের মাঝে নিরবতা বিরাজ করছিল। এমন সময় উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি একশত উট ও সেগুলোর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলাম।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দানকে আরো বৃদ্ধি করার জন্য আবার ঘোষণা দিলেন, কে জায়সুল উসরাকে সজ্জিত করবে?

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আবার দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি দুইশত উট ও সেগুলোর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলাম।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয়বারের মতো আওয়াজ উঁচু করে বললেন, কে জায়সুল উসরাকে সজ্জিত করবে?

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আবারও তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে বললেন, আমি তিনশত উট ও সেগুলোর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলাম।

এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর থেকে নেমে হাস্যোজ্জ্বল হয়ে বলতে লাগলেন, এরপর উসমান যাই করুক না কেন তার কোনো ক্ষতি হবে না, এরপর উসমান যাই করুক না কেন তার কোনো ক্ষতি হবে না। অর্থাৎ উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যে আমলই করুন না কেন তিনি জান্নাতেই যাবেন।[১৫]

---

[১৫] তিরমিযী শরীফ, হাদিস নং ৩৭০০।

তোমরা উসমানকে অনুসরণ কর

নবী ﷺ সূর্যের আলোর উত্তাপ থেকে দূরে বড় একটি গাছের ছায়ায় বসলেন। তাঁর পাশে একজন লেখক ছিল, তিনি লেখকের দিকে ফিরে বসেছিলেন, আর লেখক তাঁর কথাগুলো কলমের কালিতে লিখে সাজাচ্ছিল। এমন সময় আব্দুল্লাহ বিন হাওয়ালা আল আজদী সেখানে আসলেন।

তিনি আসলে নবী করীম ﷺ তাঁকে বললেন, ইবনে হাওয়ালা, আমরা কী তোমার নাম লিখব?

তিনি বললেন, কোথায় হে আল্লাহর রাসূল?

ইবনে হাওয়ালা বলেন, তখন নবী করীম ﷺ আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার লেখকের দিকে মনোযোগী হলেন।

তিনি আবার মাথা উঁচু করে বললেন, ইবনে হাওয়ালা, আমরা কী তোমার নাম লিখব?

আমি বললাম, কোথায় হে আল্লাহর রাসূল?

আমার প্রশ্নে তিনি আবারও আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে লেখকের দিকে মনোযোগী হলেন। তখন আমি বইটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম সেখানে ওমরের নাম লেখা, আমি ভাবলাম ওমরের নাম তো ভালো কাজ ব্যতীত কোথাও লিখা হবে না।

এরপর তিনি আবার বললেন, ইবনে হাওয়ালা, আমরা কী তোমার নাম লিখব?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, ইবনে হাওয়ালা, যখন গরুর শিংয়ের মতো ফেতনা পৃথিবীর চারদিক থেকে তেড়ে আসবে তখন তুমি কী করবে?

আমি বললাম, আমি জানি না, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল আমার জন্যে কী পছন্দ করে রেখেছেন।

তিনি বললেন, তখন তুমি কী করবে যখন সে ফেতনার পরে আরেক ফেতনা তেড়ে আসবে যে ফেতনার তুলনায় প্রথম ফেতনাটি মাত্র খরগোশের একটি ফুঁকের মতো মনে হবে।

আমি বললাম, আমি জানি না, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল আমার জন্যে কী পছন্দ করে রেখেছেন।

তিনি বললেন, একে অনুসরণ করবে। এ কথা বলে তিনি এক লোকের দিকে ইশারা করলেন। যে লোকটি তখন চাদরে ঢাকা ছিলেন।
তখন ইবনে হাওয়ালা লোকটির কাছে গিয়ে তাঁর কাঁধ ধরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়ে এসে বললেন, এ লোক?
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ।
তখন ইবনে হাওয়ালা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু লোকটির চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখলেন তিনি হচ্ছেন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।[১৬]

এক ব্যক্তি উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে আশ্রয় নিয়েছে

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারজনকে ব্যতীত আর সকল মানুষকে নিরাপত্তা দিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, তোমরা তাদেরকে হত্যা কর, যদিও তারা কা'বার গিলাফ ধরে থাকে: ইকরামা বিন আবু জাহেল, আব্দুল্লাহ বিন খতল, মুকাইস বিন সুবাবা ও আব্দুল্লাহ বিন সা'দ।
তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন খতল সে কা'বার গিলাফ ধরে দাঁড়িয়েছিল। সেখানে সে আক্রান্ত হলো এবং হযরত সাঈদ বিন হারিস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দ্রুত গিয়ে তাকে হত্যা করল। অন্যদিকে ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন। আর আব্দুল্লাহ বিন সা'দ তিনি উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে গিয়ে লুকালেন।
যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইয়াত গ্রহণের জন্যে মানুষকে ডাক দিলেন তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে নিয়ে আসলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করলেন।[১৭]

---

[১৬] ইমাম আহমাদ হাদিসটি এনেছেন, ৪র্থ খণ্ড, ১০৯।
[১৭] উদদুল গবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৭০।

জান্নাতে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর স্ত্রী

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের এক দলের মাঝে বসেছিলেন। তিনি তাঁদেরকে জান্নাতের বিভিন্ন নেয়ামত ও জান্নাতবাসীদের জন্যে আল্লাহর ওয়াদাগুলো শুনাতে লাগলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি বসা ছিলাম, এরই মাঝে জিবরাঈল আমার কাছে এসে আমাকে তাঁর ডান পাখার ওপরে বসিয়ে জান্নাতে আদনে নিয়ে গেল। আমি সে জান্নাতেই ছিলাম, এমন সময় একটি আপেলের দিকে আমার দৃষ্টি পড়ল। আমি আপেলটি দুই ভাগ করার সাথে সাথে আপেলের ভেতর থেকে একটি মেয়ে বের হয়ে আসল। আমি সে মেয়ের মতো সুন্দর ও রূপবান আর দেখিনি। সে আল্লাহর এমন এক তাসবীহ জপছিল যা প্রথম (সৃষ্টি) থেকে শেষ (সৃষ্টি) পর্যন্ত কেউই শুনতে পায়নি।

আমি বললাম, তুমি কে?

সে বলল, আমি হুর, আমাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর আরশের নূর থেকে বানিয়েছে।

আমি বললাম, তুমি কার?

সে বলল, আমি বিশ্বস্ত ধার্মিক নির্যাতিত খলিফা উসমান বিন আফ্ফানের।[১৮]

---

[১৮] আল মুতালিবুল আলিয়া, ইবনে হাজার, ৪র্থ খণ্ড, ৫৫ পৃ.।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমানের জন্যে নিজের হাত রাখলেন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে ওমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কায় রওনা দিলে হুদাইবিয়া নামক স্থানে মক্কার কাফেরদের বাধায় যাত্রা বিরতি করেন। এরই মধ্যে পরস্পর কথাবার্তা হচ্ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বার্তাবাহক হিসেবে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে প্রেরণ করলেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মক্কাবাসীকে এ সংবাদ জানাতে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন যে, তাঁরা যুদ্ধ করতে আসেননি; বরং ওমরা করার উদ্দেশ্যে তাঁরা মক্কার আসছেন।

কিন্তু অনেক সময় যাওয়ার পরও যখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ফিরে আসছিলেন না তখন সাহাবায়ে কেরামদের মাঝে একটি খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে হত্যা করা হয়েছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ না করে আমরা ক্ষ্যান্ত হবো না।

সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করার জন্যে হাত বাড়ালেন। তাঁরা এ কথার ওপর বাইয়াত গ্রহণ করলেন যে, তাঁরা যুদ্ধ থেকে পলায়ন করবে না প্রয়োজনে শহীদ হবে।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উসমানতো আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের কাজে আছে। এ কথা বলে তিনি উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর হাতের পরিবর্তে নিজের বাম হাত ডান হাতের উপর রাখলেন। এ কারণে সকলের হাত থেকেও উসমানের জন্যে পেশকৃত হাতটি ছিল সবচেয়ে উত্তম। কেননা তাঁর হাত ছিল স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাত।[১৯]

---

[১৯] ইমাম তিরমিযী, ৩৭০৩, সিয়ারু ইবনে হিশাম, ৩য় খণ্ড, ৩২৮।

দুই নূরের অধিকারী

আব্দুল্লাহ বিন ওমর বিন আবান আল জুআ'ফী তাঁর মামা হুসাইন আল জুআ'ফীর পাশে বসলেন। তাঁরা উভয়ে উসমান বিন আফ্‌ফান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর জীবনী নিয়ে কথা বলছিলেন।

তখন হুসাইন আল জুআ'ফী বললেন, তুমি কী জান উসমানকে কেন যুন নূরাইন (দুই নূরের অধিকারী) বলা হয়?

আব্দুল্লাহ বললেন, না।

তিনি বললেন, আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার পর থেকে এ পর্যন্ত উসমান ব্যতীত কোনো ব্যক্তি কোনো নবীর দুই মেয়েকে বিয়ে করতে পারেনি। এ কারণে তাঁকে যুন নূরাইন বলা হয়।[২০]

উহুদ স্থির হও

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উহুদ পাহাড়ে উঠলেন। তাঁরা পাহাড়ে উঠার পর পাহাড় কাঁপতে শুরু করল।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উহুদ স্থির হও, তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্দিক ও দুইজন শহীদ ব্যতীত আর কেউ নেই।

এখানে নবী হচ্ছেন স্বয়ং তিনি নিজে।

সিদ্দিক হচ্ছেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

আর দুই শহীদ হচ্ছেন, ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

এ হাদিসটি ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যে শহীদ হবেন সে দিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত করেছেন।

---

[২০] তারিখুল খুলাফা, ২৪০ পৃ.।

উসমান নির্যাতিতদের আমীর

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একদিন মসজিদে নববীতে রাসূল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পবিত্র জবান থেকে হাদিস শুনছিলেন।

তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু আমর! কাছে আস,........আবু আমর! কাছে আস। তিনি তাঁকে বারবার কাছে আসতে বললেন। এমনকি তাঁর হাঁটু উনার হাঁটুর সাথে মিলে গেছে।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ 'মহান আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা করছি।' তিনি এ কথা তিনবার বললেন।

তারপর তিনি উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, আসমানবাসীদের কাছে তোমার আলাদা মর্যাদা রয়েছে। তুমি সেই ব্যক্তি যাকে আমার হাওযে কাওসারে নিয়ে আসা হবে তখন তোমার শরীর থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে।

এ অবস্থা দেখে আমি বললাম, তোমাকে কে এমন করেছে?

তখন কেউ একজন বললেন, অমুকের ছেলে অমুক।

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জেনে রাখ, উসমান হচ্ছে নির্যাতিতদের আমীর।[২১]

---

[২১] ফাযায়েলেস সাহাবা, ইমাম আহমদ, ৮৭১ । ইসাবা, ইবনে হাজার ১ম খণ্ড, ৫৬০।

হে আল্লাহ, আপনি উসমানকে দান করুন

রাসূল ﷺ-এর সময়ে কোনো এক যুদ্ধে মুসলমানরা করুণ ও কঠিন অবস্থায় পতিত হলো। তাদের চেহারা দুশ্চিন্তা ছাপ ফুটে উঠল। এমন পরিস্থিতি দেখে মুনাফিকদের চেহারায় হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠল।

রাসূল ﷺ এ দৃশ্য দেখে বললেন, আল্লাহর শপথ! সূর্য ডুবার আগেই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে রিযিক নিয়ে আসবেন।

এদিকে উসমান ﷺ চৌদ্দটি বাহন ক্রয় করে সেগুলোর পিঠে খাবার বোঝাই করে নবী ﷺ-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। রাসূল ﷺ এগুলো দেখে বললেন, এগুলো কী?

সাহাবায়ে কেরাম বললেন, উসমান আপনার জন্যে হাদিয়া পাঠিয়েছে।

এ কথা শুনে নবী ﷺ-এর মুখে হাসি ফুটে উঠল এবং তাঁর চেহারা হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠল আর মুনাফিকদের চেহারা থেকে হাসি হারিয়ে গেল। এরপর নবী করীম ﷺ উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর জন্যে উপরের দিকে দুই হাত তুললেন।

ইবনে মাসউদ বলেন, তিনি এত উপরে হাত তুললেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা প্রকাশ পাচ্ছিল। এরপর তিনি উসমানের জন্য দোয়া করতে শুরু করলেন। তিনি তাঁর জন্যে এমন দোয়া করলেন যে, আমি আর কারো জন্যে এমন দোয়া করতে দেখিনি। তিনি বলতে লাগলেন, 'হে আল্লাহ উসমানকে দান করুন,..........হে আল্লাহ উসমানকে দান করুন।'[২২]

---

[২২] হাশিমী হাদিসটি আল মাজমাতে উল্লেখ করেছেন, ৯ম খণ্ড, ৯।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সম্মানিত

মক্কা মুকার্‌রামায় মানুষেরা হজ্ব করতে দলে দলে এসেছে। তখন এক মহিলা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে এসে বললেন, আপনার এক সন্তান আপনাকে সালাম জানিয়েছে, আর সে আপনাকে উসমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছে। কেননা মানুষ তাঁকে গালি দিচ্ছে।

তখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা চিন্তিত মনে বললেন, যে তাঁকে অভিশাপ দেয় তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ। আল্লাহর শপথ! সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশে বসা ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে পিঠ করে তার দিকে ফিরে বসেছিলেন। এমন সময় জিবরাঈল অহী নিয়ে আসল। তখন তিনি উসমানকে বললেন, হে উসাইম, তুমি লিখ। অবশ্যই সে যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সম্মানের পাত্র না হতো তাহলে তাকে অহী লেখকের মর্যাদা দেওয়া হতো না।[২৩]

মসজিদ সম্প্রসারণ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে মসজিদ নামাযের স্থান হিসেবে ব্যবহার হতো আবার সেই মসজিদেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদেরকে পাঠ দান করতেন। সেখান থেকেই যুদ্ধ জিহাদের বাহিনী রওনা করত।

যখন ধীরে ধীরে বিজয় আসতে লাগল, আরবদের বিভিন্ন দল এসে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল তখন মসজিদে মানুষের জায়গা হতো না। এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের পাশের জমিটি ক্রয় করে মসজিদ সম্প্রসারণ করতে চাইলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উৎসাহিত করার মনোভাবে বললেন, কে আছ এ জায়গায় বুকআ' ক্রয় করে মসজিদ সম্প্রসারণ করবে, বিনিময়ে সে জান্নাতে এর থেকে উত্তম জায়গা পাবে?

তখন কল্যাণের অন্বেষণকারী উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের সম্পদ থেকে পঁচিশ হাজার দেরহাম দিয়ে এ জায়গা ক্রয় করে দিলেন। তাঁর ক্রয়কৃত জমিনেই মসজিদ সম্প্রসারণ করা হলো।[২৪]

---

[২৩] আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৫০।

[২৪] সুনানে তিরমিযী, হাদিস নং ২৯২১।

উসমানের জন্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওয়াদা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুশয্যায় ক্ষীণ আওয়াজে বললেন, আমার কোনো এক সাহাবীকে ডাক?

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আবু বকরকে ডাকব?

তিনি বললেন, না।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, ওমর?

তিনি বললেন, না।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আপনার চাচাতো ভাই আলী?

তিনি বললেন, না।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, উসমান?

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

যখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্রবেশ করলেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে বললেন, তুমি একটু দূরে যাও।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর সাথে একাকি কথা বলতেছিলেন, উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর কথাগুলো শুনছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে যা বললেন সে কথাগুলো শুনে চিন্তায় তাঁর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যেতে লাগল।

এরপর যখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর খেলাফতের শেষের দিকে বিদ্রোহীরা তাঁর বাড়ি ঘেরাও করে ফেলে তখন সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমীরুল মুমিনীন, আপনি কী যুদ্ধ করবেন না।

তিনি বললেন, না, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একটি ওয়াদা দিয়েছেন। আমি এ ওয়াদার ওপর ধৈর্যধারণ করব।[২৫]

[২৫] আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ, ১ম খণ্ড, ৫৮ ও ফাযায়েল, ৮০৪।

উসমান ও ব্যবসা

আসমান তাঁর পানিগুলো আটকে রেখেছে। জমিনের সবকিছু শুকিয়ে গেছে। এমনকি পশুদের ওলানও শুকিয়ে গেছে। সব মিলিয়ে মানুষ কঠিন এক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। এ কারণে মানুষেরা রাসূল -এর খলিফা আবু বকর -এর কাছে একত্রিত হলো।

তারা খুব আফসোসের সাথে বলতে লাগল, আকাশ থেকে বৃষ্টি নামছেনা, জমিন কোনোকিছু উৎপাদন করছে না, মানুষ কঠিন থেকে কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হয়েছে।

তখন আবু বকর আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে বললেন, তোমরা চলে যাও, তোমরা সন্ধ্যা অতিবাহিত করার আগেই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সমস্যা সমাধান করে দিবেন।

এরপর বেশি সময় পার হয়নি এমন সময় সকলের মাঝে সুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ল যে, গম, আটা বহন করে উসমানের একশত উট আসতেছে।

মদিনার ব্যবসায়ীরা উসমান -এর কাছে দ্রুত ছুটে গেল। তারা গিয়ে তাঁর দরজার কড়া নাড়া দিল।

উসমান ঘর থেকে বের হয়ে আসলে তারা তাঁকে বলল, অনাবৃষ্টি চলছে, আকাশ থেকে বৃষ্টি নামছে না, জমিন থেকে কোনোকিছু উৎপাদিত হচ্ছে না, মানুষ খুব কষ্টে আছে। আমরা জানতে পেরেছি তোমার কাছে খাদ্যসামগ্রী আছে। তুমি আমাদের কাছে বিক্রি কর যাতে করে আমরা তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি।

তখন উসমান বললেন, আস, আস, তোমরা ঘরে আস, তারপর বেচাকেনার কথা বল।

ব্যবসায়ীরা ঘরে প্রবেশ করে খাদ্যসামগ্রী দেখতে পেল।

উসমান তাঁদেরকে মৃদু হেসে বললেন, হে ব্যবসায়ীরা, সিরিয়া থেকে কিনে আনা খাদ্য-সামগ্রীতে তোমরা আমাকে কত করে লাভ দিবে?

তারা বলল, দশে বারো।

তিনি বললেন, অন্য একজন আমাকে এর থেকে বেশি দিবেন।

তারা বলল, দশে চৌদ্দ।

তিনি বললেন, অন্য একজন আমাকে এর থেকে বেশি দিবেন।

তারা বলল, তাহলে দশে পনেরো।

তিনি বললেন, অন্য একজন আমাকে এর থেকে বেশি দিবেন।
তখন তারা আশ্চর্য হয়ে বলল, আবু আমর (উসমান), আমরা ব্যতীত মদিনাতে আর কোনো ব্যবসায়ী নেই তাহলে কে তোমাকে এর থেকে বেশি দিবেন?
উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তখন খুবই বিনয়ের সাথে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে বেশি দিবেন, তিনি আমাকে প্রতি এক দেরহামে দশ দেরহাম দিবেন। তোমরা কী এর থেকে বেশি দিতে পারবে?
তারা মাথা নাড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্, না। অর্থাৎ হে আল্লাহ্, আমরা তোমার থেকে বেশি দিতে পারব না।
তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মুচকি হেসে বললেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষ্য রেখে বলছি, আমি এ খাদ্যসামগ্রী গরিব মুসলমানদের জন্যে সদকা করে দিলাম।[২৬]

দিনারের অধিকারী

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় প্রকাশ্যে ও গোপনে দান করতেন। তিনি জায়সুল উসরাকে অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে সাজিয়েছিলেন। তাবুকের যুদ্ধের প্রস্তুতি শেষ হওয়ার পর যাত্রার আগ দিয়ে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খুবই বিনয়ের সাথে এক হাজার দিনারের একটি ব্যাগ এনে গোপনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে দিলেন।
মুসলমানদের কঠিন সময়ে এত বিশাল দান পেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হয়ে বললেন, উসমান আজকের পরে যে আমলই করুক না কেন তাতে তার কোনো ক্ষতি হবে............. উসমান আজকের পরে যে আমলই করুক না কেন তাতে তার কোনো ক্ষতি হবে।[২৭]

---

[২৬] আর্ রিক্কাতু ওয়াল বুকা, ১৮৯ পৃ.।
[২৭] তিরমিযী শরীফ, হাদিস নং ৩৭০১।

জান্নাতে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বিয়ে

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্টির জন্যে সিরিয়া থেকে আগত তাঁর একশত উট বোঝাই করা খাদ্যসামগ্রী সবগুলো গরিব মুসলমানদেরকে সদকা করে দিলেন।

তিনি বললেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষ্য রেখে বলছি, আমি এ খাদ্যসামগ্রী গরিব মুসলমানদের জন্যে সদকাহ্ করে দিলাম।

এ রাতে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু স্বপ্নে দেখেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ঘোড়া বা খচ্চরের পিঠে আরোহণ করে আছেন। তাঁর গায়ে নূরের পোশাক, তাঁর পায়ে নূরের জুতা, তাঁর হাতে একটি নূরের লাঠি। তিনি খুব তাড়াহুড়া করছিলেন।

তখন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনার প্রতি ও আপনার কথার প্রতি খুবই আকৃষ্ট। আপনি কোথায় যেতে এত তাড়াহুড়া করছেন?

তিনি বললেন, ইবনে আব্বাস, উসমান একটি সদকাহ করেছে, আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করেছেন এবং জান্নাতের এক হুরের সাথে তাঁর বিয়ে দিচ্ছেন। আমাদেরকে সে বিয়েতে দাওয়াত দিয়েছেন।[২৮]

[২৮] আর্ রিক্কাতু ওয়াল বুকা, ১৯০ পৃ.।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এক বালকের কিসাস গ্রহণ

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ঈমানের সর্বোচ্চ দিক অর্জন করেছেন। তাঁর মতে কিসাস গ্রহণ করতে দেওয়া হচ্ছে আত্মার সবচেয়ে উত্তম পরিশুদ্ধতা।

একদিন তিনি রাগের কারণে এক বালককে বাঁধতে গিয়ে খুব জোরে তার কান টেনে দিলেন। তিনি এত জোরে কান টানলেন যে বালকটি প্রচণ্ড ব্যাথা পেল।

কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, আমি তোমার কান টেনে দিয়েছি, তুমি তার প্রতিশোধ নাও।

বালকটি প্রতিশোধ নিতে চাইল না। প্রতিশোধ নিতে তার লজ্জা লাগছিল, কিন্তু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু জোর করে বালকটিকে তাঁর কান ধরতে বাধ্য করলেন। তখন বালকটি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কান আলতোভাবে ধরল।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ধমক দিয়ে বললেন, জোরে ঘষে দাও, হায়! তুমি দুনিয়াতে প্রতিশোধ নিয়ে নাও, আখেরাতে নিও না।[২৯]

---

[২৯] মুসনাদু আছারিস্ সাহাবা, ২য় খণ্ড, ১৯ পৃ.।

রোগী দেখতে গেলেন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

একদিন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এক রোগীকে দেখতে গেলেন। যে অসুস্থতার কারণে বিছানা থেকে উঠতে পারছিল না।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু লোকটির পাশে বসে খুবই দরদের সাথে বললেন, তুমি বল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তখন লোকটি ক্ষীণ আওয়াজে তা বলল।

এরপর উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর আশপাশের লোকদেরকে বলল, যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! লোকটি কালেমা বলার দ্বারা তার গুনাহগুলো নিক্ষেপ করে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে।

উপস্থিত এক লোক যার অন্তরে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কথাটি গেঁথে গেছে সে বলল, আপনি কী তাকে কিছু বলতে শুনেছেন।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন; বরং আমি তো তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি। তখন আমরা বললাম, এটাতো অসুস্থ ব্যক্তির জন্যে তাহলে সুস্থ ব্যক্তির জন্যে তা কতটুকু কার্যকর?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সুস্থদের জন্যে আরো বেশি ধ্বংসকারী। অর্থাৎ কালেমা সুস্থ ব্যক্তিদের গুনাহকে আরো মারাত্মকভাবে ধ্বংস করে দূর করে দেয়।[৩০]

[৩০] আল হুলিয়া, ১ম খণ্ড, ৬১ পৃ.।

আমীরের পদ থেকে অব্যাহতি গ্রহণ

হযরত ত্বালহা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সেদিন মদিনা মুনাওয়ারায় আসলেন, যেদিন লোকেরা উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হাতে হাত রেখে বাইয়াত গ্রহণ করেছিল। লোকেরা তাঁকে বলল, আপনিও বাইয়াত গ্রহণ করুন। ত্বালহা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, কুরাইশদের সকলে কী তাঁকে সমর্থন করেছে? তারা বলল, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর কাছে গেলেন। উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁকে বললেন, এ ব্যাপারে তোমার স্বাধীনতা আছে। যদি তুমি অস্বীকার কর, তাহলে আমি খেলাফতের দায়িত্ব ফিরিয়ে দিব।

তিনি বললেন, ফিরিয়ে দিবেন?

উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, লোকেরা সকলে কী আপনার হাতে হাত রেখে বাইয়াত গ্রহণ করেছে?

উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, তাহলে আমিও বাইয়াত গ্রহণ করতে রাজি আছি। সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত সিদ্ধান্ত থেকে আমি পৃথক থাকতে পারি না। এ কথা বলে তিনিও বাইয়াত গ্রহণ করলেন।[৩১]

[৩১] তারিখে ত্বাবারী, ৩য় খণ্ড, ২৪৫ পৃ।

অপরের কাছে উপদেশ চাইলেন

হযরত হুমরান বিন আবান বর্ণনা করেন, খিলাফতের বাইয়াত গ্রহণ করার পর আমীরুল মুমিনীন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে ডেকে পাঠালেন। আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আসার পর তিনি তাঁকে বললেন, আজ আমি আপনার উপদেশ শুনার খুব প্রয়োজন বোধ করছি।

আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আপনি পাঁচটি বিষয়ের ওপর কঠোরতার সাথে আমল করুন, তাহলে জাতি কখনো আপনার বিরোধিতা করবে না।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, সেগুলো কী?

তিনি বললেন, কাউকে হত্যা করা থেকে ধৈর্যধারণ করুন অর্থাৎ হত্যা থেকে বিরত থাকুন। লোকদের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক রাখুন। জনগণকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখুন। নম্র ব্যবহার গ্রহণ করুন। রহস্য গোপন রাখুন।[৩২]

খলিফার কাপড়

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তৎকালীন বিশিষ্ট ধনীদের একজন হওয়ার পরেও সাধারণভাবে জীবনযাপন করতেন। তাঁকে দুনিয়ার লোভ স্পর্শ করেনি।

তাঁর চলাফেরা ও পোশাকের ব্যাপারে বর্ণনা করতে গিয়ে আব্দুল মালিক বিন সাদ্দাদ (রহ) বলেন, আমি উসমান বিন আফ্ফান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে জুমার দিন একটি মোটা জামা পরতে দেখেছি যার মূল্য মাত্র চার দেরহাম। তিনি সে সময়ে আমীরুল মুমিনীন ছিলেন।

হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে দেখেছি তিনি মসজিদে ঘুমাচ্ছেন। তিনি সে সময়ে মুসলমানদের খলিফা। তারপর তিনি ঘুম থেকে উঠলেন তখন তাঁর শরীরে ছোট ছোট কঙ্করের দাগ দেখা যাচ্ছিল।[৩৩]

---

[৩২] তারিখে ত্বাবারী, ৩য় খণ্ড, ৪০৮ পৃ।

[৩৩] আছারুস্ সাহাবা, ২য় খণ্ড, ২৭ পৃ.।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কবরস্থানে কাঁদছেন

উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর চেহারায় দুঃখ ও হতাশা ফুটে উঠেছে। তিনি যখনই কবরস্থানের পাশে যেতেন তখনই খুব কাঁদতেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। চোখের পানি তাঁর চেহারা ধুয়ে দিত।

তখন তাঁকে বলা হলো, আপনি জান্নাত জাহান্নামের স্মরণ করলেও কান্না করেন না, কিন্তু কবরের কথা স্মরণ করলেই কান্না করেন।

তিনি অশ্রুসিক্ত নয়নে বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, কবর হচ্ছে আখেরাতের প্রথম ধাপ, যে ব্যক্তি কবরে নাযাত পাবে তার জন্যে পরের ধাপগুলো আরো সহজ হয়ে যাবে। যদি সে কবরে নাযাত না পায় তার জন্যে পরেরগুলো আরো কঠিন হয়ে যাবে।[৩৪]

উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অসুস্থ হলে উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁকে দেখতে গেলেন।

তিনি তাঁকে বললেন, তুমি কিসের ভয় করছ?

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আমার গুনাহর।

তিনি বললেন, তোমার আশা কী?

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আমার প্রভুর রহমত।

তিনি বললেন, আমরা কী তোমার জন্যে ডাক্তার নিয়ে আসব না?

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, ডাক্তারই তো আমাকে রোগাক্রান্ত করেছেন।

তিনি বললেন, আমরা কী তোমাকে কোনো অনুদান দিব না?

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আমার তা প্রয়োজন নেই।[৩৫]

---

[৩৪] তিরমিযী শরীফ, হাদিস নং, ২৩০৮।

[৩৫] আয্যহাদু মিয়া, ৯৬।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বিচক্ষণতা

উনত্রিশ হিজরিতে আমীরুল মুমিনীন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হজ্ব করতে মক্কায় গমন করেন। তিনি যখন মিনায় অবস্থান করছিলেন তখন নামায কসর না করে পূর্ণ চার রাকাত আদায় করলেন।

এ খবরটি আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কানে গিয়ে পৌঁছে। তখন আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর সাথিদেরকে নিয়ে নামায কসর করে চার রাকাতের পরিবর্তে দুই রাকাত আদায় করলেন। তারপর তিনি উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে গেলেন।

তিনি তাঁকে বললেন, আপনি কী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে এ স্থানে নামায দুই রাকাত করে পড়েননি?

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হ্যাঁ, পড়েছি।

তিনি বললেন, আবু বকরের সাথে কী দুই রাকাত করে পড়েননি?

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হ্যাঁ, পড়েছি।

তিনি বললেন, আপনি কী ওমরের সাথে দুই রাকাত করে পড়েননি?

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হ্যাঁ, পড়েছি।

তিনি বললেন, আপনি কী আপনার খিলাফতের শুরুতে এখানে দুই রাকাত করে পড়েননি?

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হ্যাঁ, পড়েছি।

তারপর উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আবু মুহাম্মদ (আব্দুর রহমান বিন আউফ), তাহলে আমার কথা শুন, আমি খবর পেয়েছি ইয়ামান ও জুফার কিছু মানুষ গত বছর বলেছে, নামায স্থায়ীবাসিন্দাদের জন্যেও দুই রাকাত। কেননা উসমান যিনি তোমাদের ইমাম তিনি মক্কায় স্থায়ী হিসেবে অবস্থান নেওয়ার পরেও দুই রাকাত পড়েছেন। আর এ কারণেই মানুষের ভুল ভাঙানোর জন্যে আমি কসর না করে পূর্ণ চার রাকাত আদায় করেছি।

যখন আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দেখলেন মানুষকে ফেতনা থেকে বাঁচানোর জন্যে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ঠিক কাজ করেছেন তখন তিনিও মানুষকে নিয়ে নামায কসর না করে পূর্ণ চার রাকাত আদায় করেছেন।[৩৬]

---

[৩৬] তারিখুত ত্বাবারী, ৫ম খণ্ড, ২৬৮ পৃ.।

এ উম্মতের নাজাত কিসে নিহিত?

সবাইকে কাঁদিয়ে একদিন রাসূল -এর পবিত্র রূহ মোবারক তাঁর প্রতিপালকের কাছে চলে গেছে। তাঁর বিদায়ে মদিনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সাহাবায়ে কেরামদের চোখের অশ্রুতে বুক ভেসে গেছে। সকল হৃদয় এক বিশাল বেদনায় ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

তখন খিলাফতের দায়িত্ব আবু বকর -এর হাতে ন্যস্ত হলো। এরই মধ্যে একদিন উসমান ভগ্নহৃদয়ে বসেছিলেন। এমন সময় তাঁর পাশ দিয়ে ওমর গমন করলেন। ওমর তাঁকে বসা দেখে সালাম দিলেন, কিন্তু তিনি সালামের উত্তর দিলেন না।

তাঁর থেকে সালামের উত্তর না পাওয়ার কারণে ওমর গিয়ে আবু বকর -এর কাছে অভিযোগ করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা, আমি উসমানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে সালাম দিয়েছি, কিন্তু তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না।

আবু বকর এ কথা শুনে ওমর -এর হাত ধরে তাঁর কাছে আসলেন।

আবু বকর তাঁকে বললেন, উসমান, তোমার পাশ দিয়ে তোমার ভাই যাওয়ার সময়ে তোমাকে সালাম দিয়েছে, কিন্তু তুমি সালামের কোনো উত্তর দাওনি। কী কারণে তুমি এমন করেছ?

তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি টেরই পাইনি, সে যে আমার পাশ দিয়ে গিয়েছে আর আমাকে সালাম দিয়েছে।

আবু বকর বললেন, তুমি সত্য বলেছ, আল্লাহর শপথ! আমার মনে হয়, তুমি মনে মনে কোনো বিষয় নিয়ে ভাবছিলে যা তোমাকে অন্যমনস্ক করে রেখেছে।

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

আবু বকর বললেন, তা কী?

তিনি চিন্তিত মনে বললেন, রাসূল ইন্তিকাল করেছেন অথচ আমি রাসূল -কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে পারিনি যে, এ উম্মতের নাজাত কিসে নিহিত? আমি এ বিষয়টি মনে মনে ভাবছিলাম, কিন্তু আমি অবাক হয়েছি আমি জিজ্ঞেস করতে দেরি করে ফেলেছি।

তখন আবু বকর সিদ্দিক হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় বললেন, আমি তা জিজ্ঞেস করেছি, তিনি আমাকে তা বলেছেন।

উসমান এ কথা শুনে খুশি হয়ে বললেন, তা কী?

তিনি বললেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ উম্মতের নাজাত (মুক্তি) কিসে নিহিত?

রাসূল বললেন, আমি যে কালিমা আমার চাচার সামনে পেশ করার পর তিনি তা গ্রহণ করেননি, যে ব্যক্তি এ কালিমা গ্রহণ করবে, সে কালেমাই তার জন্যে নাজাত হবে।

যে কালিমা রাসূল তাঁর চাচা আবু তালিবের সামনে পেশ করেছেন সে কালিমা হচ্ছে এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ ।[৩৭]

উসমান নিজের ওপর সাথিদেরকে প্রাধান্য দিলেন

আমীরুল মুমিনীন উসমান তাঁর কিছু সাথিদেরকে নিয়ে ওমরা করার নিয়তে আল্লাহ তা'আলার ঘরের উদ্দেশে বের হলেন।

এরই মধ্যে কেউ একজন তাঁকে একটি পাখি রান্না করে হাদিয়া দিল।

তখন তিনি তাঁর সাথিদেরকে বললেন, তোমরা খাও....কিন্তু তিনি নিজে সেখান থেকে খেতে চাইলেন না।

তখন আমর বিন আ'স অবাক হয়ে বললেন, আমরা কী এমন খাবার খাব যা আপনি নিজে খাবেন না!

এভাবেই উসমান নিজে না খেয়ে তাঁর সাথিদেরকে প্রাধান্য দিয়ে তাদেরকে খাওয়ালেন।[৩৮]

---

[৩৭] ইমাম আহমদ হাদিসটি এনেছেন, ১ম খণ্ড, ৬ ও মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১ম খণ্ড, ১৪।

[৩৮] আছারুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, ২০।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর অসিয়ত

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মৃত্যুশয্যায় শায়িত হয়ে আছেন। তিনি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের অপেক্ষায় আছেন।

মৃত্যুর আগ মুহূর্তে তাঁর অসিয়তগুলো লিখার জন্যে তিনি উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-কে ডেকে পাঠালেন।

তিনি আসার পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অসিয়তগুলো বলতে লাগলেন আর তিনি লিখতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর পরবর্তী খলিফার নাম বলার আগেই তিনি বেহুঁশ হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর পরবর্তী খলিফা হিসেবে ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর নাম লিখলেন।

তাঁর জ্ঞান ফিরে আসলে তিনি বললেন, তুমি কী লিখেছ?

উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, হ্যাঁ, আমি লিখেছি।

তিনি বললেন, কার নাম লিখেছ?

উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আমি ওমরের নাম লিখেছি।

তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রফুল্ল বদনে বললেন, আমি যার নাম লিখতে বলার ইচ্ছে করেছি তুমি তার নামই লিখেছ। যদি তুমি তোমার নিজের নামও লিখতে তবে তুমিও সেটির যোগ্য। অর্থাৎ তাহলেও কোনো সমস্যা হতো না কেননা তুমিও খিলাফতের যোগ্য।[৩৭]

[৩৭] তাইসীরুল কারীমুল মান্নান ফী সিরাতে উসমান বিন আফ্‌ফান, ২০ পৃ.।

হত্যাকারী লোক

ভাঙা হৃদয়ে, চিন্তিত মনে, ব্যথিত অন্তরে এক লোক উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর কাছে আসল। যার চেহারায় চিন্তা ও হতাশার ছাপ দেখা যাচ্ছিল।

লোকটি খলিফা উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর কাছে অবনত মস্তকে বসে রইল। কিছু বলতে চেয়ে তাঁর কথা কণ্ঠস্বর থেকে বের করতে পারছিল না। অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর লোকটি বলল, আমীরুল মুমিনীন, আমি হত্যা করেছি, আমার জন্যে কী তাওবার সুযোগ আছে?

লোকটি যা করেছে সে সম্পর্কে জানতে পেরে উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত করে শুনালেন........

حم ـ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ـ غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ـ

অর্থ, হা-মীম। পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব নাযিল হয়েছে। যিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা ও সামর্থ্যবান। তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তার দিকেই প্রত্যাবর্তন হবে। (সূরা গাফির : ১-৩)

লোকটি যেন দিয়ত আদায় করার পর তাওবা করতে দেরি না করে এ কারণে তিনি বললেন, আমল করতে থাক, নিরাশ হয়ো না।[৪০]

---

[৪০] মুসনাদে আছারুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, ৬ পৃ.।

বৃদ্ধ ও বালক

দুপুর বেলার পর শ্রমিকেরা মসজিদে নববী সম্প্রসারণ ও নবায়নের কাজ শুরু করল। তারা কাজ করছিল এমন সময় ইবনে সাঈদ আল মাখজুমী আসলেন। তিনি তখন ছোট ছিলেন। তিনি মসজিদে এসে দেখলেন সুন্দর চেহারার এক বৃদ্ধ লোক একটি ইটে মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছেন। তখন তিনি বৃদ্ধ লোকের সুন্দর চেহারা দেখে তাঁর নিকটবর্তী হলেন। এমন সময় বৃদ্ধ লোকটি চোখ খুললেন।

বৃদ্ধ লোকটি বললেন, তুমি কে? হে বালক।

তিনি তাঁর পরিচয় দিলেন।

এরপর বৃদ্ধ লোকটি তাঁর পাশে ঘুমন্ত এক বালককে ডাকলেন, কিন্তু সে উঠল না।

তখন বৃদ্ধ লোকটি তাঁকে বললেন, এ বালকটিকে ডাক।

তিনি তাঁকে ডাকলেন। সে উঠলে বৃদ্ধ লোকটি তাঁকে কোনো এক আদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

তারপর বৃদ্ধ লোকটি তাঁকে বললেন, তুমি বস।

ঘুম থেকে উঠা বালকটি বৃদ্ধের আদেশে একটি জামা ও এক হাজার দিরহাম নিয়ে ফিরে আসল। তখন বৃদ্ধ লোকটি তাঁর কাপড় খুলে তাঁকে এ জামাটি পরাল এবং তাঁর জামার পকেটে এক হাজার দিরহাম দিয়ে দিল।

ইবনে সাঈদ বলেন, তিনি আমাকে জামা পরিয়ে পকেটে এক হাজার দিরহাম দেওয়ার পর আমি আমার বাবার কাছে ফিরে গেলাম।

তখন আমার বাবা বললেন, হে আমার ছেলে, তোমাকে এগুলো কে দিয়েছে?

আমি বললাম, আমি চিনি না, তবে তিনি মসজিদে ঘুমন্ত ছিলেন, তাঁর মতো সুন্দর চেহারার লোক আমি আর দেখিনি।

তখন পিতা বললেন, তিনি হচ্ছেন আমীরুল মুমিনীন উসমান বিন আফ্ফান।[৪১]

---

[৪১] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, ২১৩ পৃ.।

অনুতপ্তের অশ্রু

আমীরুল মুমিনীন উসমান বিন আফ্‌ফান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর খিলাফতকালে আনসারদের এক লোক আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর কাছে এসে উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর ব্যাপারে মিথ্যা বানোয়াট কথা বলতে লাগল। সে বলতে বলতে অনেক বলল।

তার কথা শেষ হলে আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে খুব সুন্দরভাবে বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকা অবস্থায় আমরা বলতাম, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে তাঁর উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি আবু বকর, তারপর ওমর তারপর উসমান। আল্লাহর শপথ! আমার জানা মতে, উসমান কখনো কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেননি, কোনো কবিরা গুনাহও করেননি।

কিন্তু তোমাদের অভিযোগের কারণ হচ্ছে এ সম্পদ, যদি তা তোমাদেরকে দেওয়া হয় তখন তোমরা খুব খুশি হও। আর যদি তোমাদের থেকেও অধিক হকদার ব্যক্তিদেরকে দেওয়া হয় তখন তোমরা অসন্তুষ্ট হও। তোমরা তো পারস্য ও রোমবাসীর মতো হতে চাও, তারা তো তাদের কোনো আমীরকে হত্যা না করে ক্ষ্যান্ত হয়নি।

তখন লোকটির চোখ দিয়ে অনুতপ্তের অশ্রু ঝরতে শুরু করল আর সে বলতে লাগল, হে আল্লাহ, আমরা এটা চাই না। অর্থাৎ আমরা আমাদের আমীরকে হত্যা করতে চাই না।[৪২]

[৪২] তারিখে দামেস্ক, ইবনে আসাকির, ১৫১।

তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে আগ্রহ ব্যতীত বিয়ে করো না

এক লোক উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর কাছে এসেছেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তখন বাহনে আরোহণ করে কোথাও যাওয়ার উদ্দেশে রওনা করেছিলেন।

লোকটি বলল, আমীরুল মুমিনীন, আপনার সাথে আমার জরুরি কথা আছে।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আমি এখন খুবই ব্যস্ত, তুমি চাইলে আমার পিছে আরোহণ কর তারপর আমার কাছে তোমার সমস্যা সমাধান করে নাও।

তখন লোকটি আমীরুল মুমিনীনের পিছনে উঠে বসল। তারপর সে বলল, আমার এক প্রতিবেশী আছে যে রাগের মাথায় নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। তাই আমি চেয়েছি আমার সম্পদ দ্বারা আমি তাকে বিয়ে করে তার সাথে সহবাস করার পর তাকে তালাক দিয়ে তার পূর্ব স্বামীর কাছে ফিরিয়ে দিব।

তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে পরামর্শ ও উপদেশ দিয়ে বললেন, মহিলার প্রতি তোমার আগ্রহ না থাকলে তাকে বিয়ে করো না।

প্রিয় পাঠক, এ পদ্ধতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করে গেছেন। যা আমাদের দেশে হিল্লা বিয়ে নামে পরিচিত। যে ব্যক্তি তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে আগের স্বামীর জন্যে হালাল করতে বিয়ে করবে তাকে ও সে স্বামীকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত দিয়েছেন। সুতরাং এ পদ্ধতি অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকুন।[৪৩]

---

[৪৩] মাউসুআতে ফিকহে উসমান বিন আফফান, ৫৩।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিষিদ্ধতা উঠিয়ে দিলেন

জাফর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ছেলে আব্দুল্লাহ ছয় লক্ষ দিরহাম দ্বারা একটি জমি ক্রয় করল। তাঁর এমন অসম বেচাকেনার কারণে তাঁর চাচা আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খুবই রাগান্বিত হলেন। কেননা জমিনের দাম এত বেশি হয় না। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমীরুল মুমিনীন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে যাবেন যেন তিনি এ ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করে দেন।

যখন আব্দুল্লাহ এ কথা শুনল, সে দ্রুত যোবাইর বিন আওয়াম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে ছুটে গেল। যোবাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন। সে তাঁর কাছে সবকিছু খুলে বলল।

তখন যোবাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি তোমার এ ক্রয়ে অংশীদার হলাম।

এরপর আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে বিচার নিয়ে এলেন। তিনি তাঁকে আব্দুল্লাহর জমিন ক্রয় তারপর তার সাথে যোবাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর অংশীদারিত্ব গ্রহণসহ সবকিছু খুলে বলে এ বেচাকেনা বাতিল করার আবেদন করলেন।

তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি সে লোকের বেচাকেনা কীভাবে বাদ করব যার সাথে যোবাইর বিন আওয়াম শরীক আছে।[৪৪]

---

[৪৪] আস্‌সুনানুল কুবরা, ইবনে বায়হাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১০১।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও আবু যর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

জিকির ও তাসবীহ জপা অবস্থায় আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সিরিয়া থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শহরে ফিরে আসছিলেন।

তাঁকে আমীরুল মুমিনীন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দেখতে পেয়ে বললেন, স্বাগতম, স্বাগতম, আমার ভাই।

আবু যর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আপনাকেও স্বাগতম ভাই। আপনার কঠোর আদেশ আমাদেরকে কষ্টে ফেলে দিয়েছে। আল্লাহর শপথ, আপনি যদি আমাকে হামাগুড়ি দিয়ে আসতে বলতেন তাহলে আমি হামাগুড়ি দিয়েই আসতাম। একদিন আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে অমুক ব্যক্তির এলাকার উদ্দেশে বের হয়েছিলাম।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার চলে যাওয়ার পরে তোমার জন্যে আফসোস!

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি কী আপনার পরে জীবিত থাকব?

তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন তুমি দেখবে দালান-কোঠা পাহাড়ের চূড়ার উপরে উঠে গেছে, তখন সত্য (হেদায়েত) পশ্চিম দিকের কুদাআ'র জমিনে চলে যাবে।

তাঁর কথাগুলো শুনে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে সিরিয়া থেকে মদিনায় নিয়ে আসার কারণ হিসেবে বললেন, আমি তোমাকে তোমার সাথিদের সাথে রাখতে পছন্দ করেছি, আর তোমার ব্যাপারে মূর্খদের খারাপ ব্যবহারের ভয় করেছি।[৪৫]

---

[৪৫] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, ৭০ পৃ.।

মদীনাকে ভুলে যেয়ো না

একবার হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মদিনার বাইরে বসবাস করার জন্য উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে অনুমতি চাইলেন, কিন্তু তিনি তাঁকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করলেন। পরে বারবার অনুমতি চাওয়ার কারণে তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। রওনার প্রাক্কালে তিনি তাঁকে এক পাল উট ও দুইজন গোলাম দিয়ে বললেন, মদিনায় আসা-যাওয়া রেখো, এমন যেন না হয়, গ্রামে গিয়ে গ্রাম্য বেদুঈন হয়ে গেছ। আবু যর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তখন 'রাবায়া'য় চলে গেলেন। তিনি সেখানে একটি মসজিদ বানালেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কথামতো তিনি মাঝে মাঝে মদিনায় আসতেন।[৪৬]

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর অন্তর্দৃষ্টি

এক মহিলাকে এক লোক দেখতে পেয়ে তার দিকে লালসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এর কিছুক্ষণ পর সে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে গেল। যখন লোকটি উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ঘরে প্রবেশ করল তখন তিনি বললেন, তোমাদের কেউ একজন আমার কাছে এসেছ অথচ তাঁর চোখে যিনার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

লোকটি বলল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরেও কী অহী আসে?

তিনি বললেন, না, তবে তা মুমিনদের অন্তর্দৃষ্টি।[৪৭]

---

[৪৬] তারীখে ত্বাবারী, ৩য় খণ্ড, ৩৮৯ পৃ।

[৪৭] জামিউ কারামাতিল আওলিয়া, ১ম খণ্ড, ১৫০ পৃ.।

উসমান ও আফ্রিকা জয়

আফ্রিকা থেকে মুসলমানদের কোনো সংবাদ না আসার কারণে উসমান আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর -কে একটি বাহিনীসহ সেদিকে পাঠালেন। ইবনে যোবাইর সেখানে যাওয়ার পর তাকবীরের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। তখন রোমের সম্রাট জারজীর কী হয়েছে তা জিজ্ঞেস করল।

তাকে বলা হলো, মুসলমানদের সাহায্যে আরো সৈন্য এসেছে।

তখন সম্রাট চিৎকার দিয়ে বলল, যে মুসলমানদের সেনাপতি আব্দুল্লাহ বিন সা'দকে হত্যা করতে পারবে তাকে এক লক্ষ দিনার দেওয়া হবে এবং তার সাথে আমি আমার মেয়েকে বিয়ে দেব।

তখন আব্দুল্লাহ বিন সা'দ -ও ঘোষণা দিলেন, যে জারজীরের মাথা আমার কাছে নিয়ে আসতে পারবে তাকে আমি এক লক্ষ দিনার দিব ও জারজীরের কন্যা তার সাথে বিয়ে দেব।

যুদ্ধ প্রতিদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চলত। তখন আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর যুদ্ধকে দুপুরের পরেও চালিয়ে নিতে পরামর্শ দিলেন। যাতেকরে রোমের সৈন্যরা বিশ্রাম নিতে না পারে। এ কারণে তিনি সৈন্যদলকে দুই ভাগে ভাগ করলেন। একদল দুপুরের আগ পর্যন্ত যুদ্ধ করবে আরেকদল দুপুরের পরে যুদ্ধ করবে। অন্যান্য দিনের মতো রোমের সৈন্যরা দুপুর হওয়ার পর অস্ত্র-শস্ত্র রেখে বিশ্রাম নিতে তাদের তাঁবুতে ফিরে গেল, কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর তাঁর পরিকল্পনামতো দ্বিতীয় দলকে নিয়ে দুপুরের পরে শত্রুদের তাঁবুতে আক্রমণ করলেন। রোমের ক্লান্ত শত্রুরা হঠাৎ আক্রমণে হুঁশ হারিয়ে ফেলল। মুসলমান সৈন্যরা তাদের অনেককে হত্যা করল। আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর রোমের সম্রাট জারজারীরকে হত্যা করে তাঁর মেয়েকে নিয়ে আসলেন। তিনি জারজারীরের মেয়েকে উসমান -এর কাছে পাঠিয়ে বিজয়ের সুসংবাদ দিলেন।

উসমান তাঁর এমন বীরত্বে অবাক হলেন। তাই তিনি মানুষকে একত্রিত করে তাঁকে সে ঘটনা তাদের কাছে বর্ণনা করতে বললেন।[৪৮]

---

[৪৮] আল কামিল লি ইবনিল আছীর, ৩য় খণ্ড, ৪৫,৪৬।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে হত্যা করতে চাইল এক লোক

এক সকালে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ফজরের নামায আদায় করতে বের হলেন। তিনি প্রতিদিন যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করেন আজও সে দরজা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলেন। হঠাৎ এক লোক তাঁর ওপর হামলা করে বসল।

তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলে উঠলেন, দেখ, দেখ।

উপস্থিত লোকেরা দৌড়ে এসে দেখল লোকটির হাতে একটি খঞ্জর বা তরবারি।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, এটি কী?

সে বলল, আমি আপনাকে হত্যা করতে চেয়েছি।

তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ, তোমার জন্য আফসোস! তুমি কেন আমাকে হত্যা করতে চেয়েছ?

সে বলল, আপনার ইয়ামানের গভর্নর আমার ওপর জুলুম করেছে।

তিনি বললেন, তুমি কি তোমার বিষয়টি আমাকে বলতে পারনি? যদি আমি ন্যায়বিচার না করতাম তখন তুমি এ সিদ্ধান্ত নিতে।

এরপর উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু লোকদেরকে বললেন, তোমরা কী বল?

তারা বলল, আমীরুল মুমিনীন, এ হচ্ছে শত্রু, আল্লাহ তাকে আপনার হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন।

তিনি বললেন; বরং আল্লাহর এক বান্দা, সে গুনাহ করতে চেয়েছে, আল্লাহ তা'আলা আমার দ্বারা তাকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

তারপর উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু লোকটিকে এ শর্তে ক্ষমা করে দিয়েছেন যে, তিনি যতদিন খলিফা থাকবেন ততদিন সে মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না।[৪৯]

---

[৪৯] তারিখুল মদিনা, ১০২৭ পৃ.।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও জমিনের মালিক

উসমান বিন আফ্‌ফান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এক লোক থেকে একটি জমিন ক্রয় করলেন। লোকটি জমিনটির মূল্য নিতেও দেরি করছিল আর জমিনটি হস্তান্তর করতেও দেরি করছিল।

এরই মধ্যে একদিন লোকটির সাথে মদিনার কোনো এক রাস্তায় উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দেখা হলো।

তিনি তাকে বললেন, কী কারণে তুমি তোমার মূল্য নিচ্ছ না?

লোকটি বলল, আপনি আমাকে ধোঁকা দিয়েছেন? আমার সাথে যারই দেখা হয় সবাই আমাকে এ ব্যাপারে তিরস্কার করছে।

তিনি বললেন, এ কারণেই তুমি নিচ্ছ না?

সে বলল, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, তাহলে তুমি জমিন অথবা জমিনের মূল্য এ দুইটির একটি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নাও।

তারপর তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা সে ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যে ব্যক্তি বেচা-কেনায়, বিচারে ও তার ওপর আরোপিত রায়ে সহজতা অবলম্বন করে।[৫০]

---

[৫০] আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ, ১ম খণ্ড, ৫৮।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর তাকওয়া

আমীরুল মুমিনীন উসমান বিন আফ্‌ফান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সাদা পোশাক পরে বায়তুল্লাহর দিকে চলতে লাগলেন। যেতে যেতে তিনি মক্কা ও মদিনার মাঝ পথে পৌঁছলেন। তখন তাঁকে মুহাম্মদ বিন জা'ফর স্বাগতম জানালেন। মুহাম্মদ বিন জা'ফরের গায়ে তখন সুগন্ধি দ্রব্যাদি মাখানো ছিল। তাঁর গায়ে হলুদ রঙের একটি উন্নতমানের জামা ছিল।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তা দেখে খুব রেগে গেলেন। তিনি তাঁকে ধমক দিয়ে বললেন, তুমি হলুদ রঙের জামা পরেছ, অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পরতে নিষেধ করেছেন![৫১]

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সময়ে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে স্বাবলম্বী করেছিলেন। এ কারণে তারা বিলাসিতা শুরু করল। তাদের কিছু মানুষ কবুতর পালন করত এবং কবুতরের উড়াউড়ি দেখায় ব্যস্ত থাকত।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কবুতর নিয়ে মানুষের এমন ব্যস্ততায় খুব রাগান্বিত হলেন। এ কারণে তিনি প্রতি জুমআর খুতবায় কবুতর জবাই করার নির্দেশ দিতেন।[৫২]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আংটি

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম محمد رسول الله লিখিত সিলমহরে একটি আংটি তৈরি করলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তিকালের পর সে আংটি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হাতে দিয়েছেন। তাঁদের ইন্তিকালের পর ছয় বছর পর্যন্ত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হাতে দিলেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর খিলাফতের ছয় বছর পার হওয়ার পর একদিন তিনি উরাইস কূপের ওপর বসে আংটিটি নাড়া-চাড়া করছিলেন। হঠাৎ করে আংটিটি তাঁর হাত থেকে কূপে পড়ে গেল। তখন তিনি ও তাঁর সাথে থাকা লোকেরা তাড়াহুড়া করে কূপে নেমে আংটিটি খুঁজতে লাগলেন। তিন দিন পর্যন্ত খুঁজেও তাঁরা আংটিটি খুঁজে পেলেন না।[৫৩]

---

[৫১] ইমাম আহমদ হাদিসটি সহীহ সনদে এনেছেন, ১ম খণ্ড, ৭১ পৃ.।

[৫২] আল আদাবুল মুফরাদ, লিল বুখারী, হাদিস নং, ১৩০১।

[৫৩] ত্বাবাকাতু ইবনি সা'দ ১ম খণ্ড, ৩৬৯ পৃ.।

উসমান ও ইবনে আউফ

একদিন কোনো এক কারণে উসমান আব্দুর রহমান বিন আউফ-এর সাথে জোর গলায় কথা বললেন।

তখন আব্দুর রহমান বললেন, তুমি আমার সাথে জোর গলায় কথা বলছ! অথচ আমি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি তুমি করনি, আমি রাসূল-এর হাতে বাইয়াত হয়েছি তুমি হওনি, তুমি উহুদের যুদ্ধে ময়দান থেকে পালিয়ে গেছ আমি পালিয়ে যাইনি।

তখন উসমান বললেন, তুমি বলেছ, তুমি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছ আর আমি অংশগ্রহণ করিনি, এটা তো এ কারণে যে, রাসূল আমাকে তাঁর মেয়ের দেখাশুনা করার জন্যে রেখে গেছেন। পরে তিনি আমাকে গনিমতের অংশও দিয়েছেন আর সওয়াবেরও ওয়াদা দিয়েছেন।

আর তুমি বলেছ, তুমি রাসূল-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছ আর আমি করিনি, এটা তো এ কারণে যে, রাসূল আমাকে মুশরিকদের কাছে পাঠিয়েছেন। যখন তারা আমাকে আটক করে রেখেছে তখন রাসূল নিজের ডান হাতের উপরে বাম হাত রেখে বলেছেন, এটা উসমান বিন আফ্‌ফানের হাত। আর রাসূল-এর বাম হাত তো আমার ডান হাত থেকেও উত্তম।

আর তুমি বলেছ, আমি উহুদের যুদ্ধে পালিয়েছি, এ ব্যাপারে তো আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا
وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ.

'যেদিন দু'টি দল পরস্পর সম্মুখীন হয়েছিল সেদিন তোমাদের মধ্য থেকে যারা পশ্চাদপসরণ করেছিল, শয়তানই তাদের পাপের দরুন তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও ধৈর্যশীল।'

সুতরাং তুমি এমন গুনাহর জন্যে আমাকে তিরস্কার করো না, যে গুনাহ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন।[৫৪]

---

[৫৪] ইমাম হাশমী তাঁর মাসমা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ৯ম খণ্ড, ৮৮পৃ.।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর নম্রতা

এক লোক উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে তার ছেলের ব্যাপারে অভিযোগ করে বলল, সে বিয়ে করতে চাচ্ছে না।
উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছেলেটির কাছে গিয়ে তাকে বিয়ের ব্যাপারে উৎসাহিত করতে লাগলেন।
তিনি বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বিয়ে করেননি? আবু বকর কী বিয়ে করেননি? ওমর কী বিয়ে করেননি? আর আমারও তো কয়েকজন আছে। অর্থাৎ কয়েকজন স্ত্রী আছে।
তখন ছেলেটি ইবাদতের প্রতি আগ্রহ দেখিয়ে বলল, আমীরুল মুমিনীন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মতো আমল কার আছে? আবু বকর, ওমর ও আপনার মতো অন্য কার এমন আমল আছে?
যখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দেখলেন ছেলেটি তাঁর প্রশংসা করছে তিনি চিৎকার দিয়ে বললেন, থাম! চাইলে তুমি বিয়ে কর, না হয় না করো। অর্থাৎ তুমি বিয়ে করলে কর বা না কর তবুও আমার প্রশংসা করো না।[৫৫]

[৫৫] মুসনাদু আছারিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, ৬ পৃ.।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কেন হাসলেন

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথিদের মাঝে বসে তাদেরকে জ্ঞান ও শিষ্টাচার শিখাচ্ছিলেন। তারপর তিনি অযুর পানি আনার নির্দেশ দিলেন। পানি আনলে তিনি তা দ্বারা তিনবার হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করলেন। তারপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, চেহারা তিনবার ধৌত করলেন, মাথা মাসেহ করলেন, এরপর দুই পা ধৌত করলেন.....অযু শেষে তিনি মুচকি হাসলেন।

হাসার পর তিনি তাঁর সাথিদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কী জিজ্ঞেস করবে না কী কারণে আমি হাসলাম?

তখন তারা আগ্রহের সাথে জিজ্ঞেস করল, আমীরুল মুমিনীন, আপনি কেন হাসলেন?

তাদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি মুচকি হেসে অযুর ফযিলত বর্ণনা করে বললেন, যখন কোনো বান্দা অযু করতে গিয়ে তার চেহারা ধৌত করে তখন তার চেহারা দ্বারা গঠিত সকল গুনাহ ঝরে যায়। আর যখন দুই হাত ধৌত করে তখন হাত দ্বারা গঠিত সকল গুনাহ্ ঝরে যায়। আর যখন মাথা মাসেহ করে তখনও তেমন হয়। আর যখন পা ধৌত করে তখনও তেমন হয়।[৫৬]

---

[৫৬] মুসনাদু আছারিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, ৬ পৃ.।

হে সম্পদশালীরা, তোমরা সব কল্যাণ নিয়ে নিলে

আমীরুল মুমিনীন উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় একের পর এক ব্যায় করেই যাচ্ছেন। তিনি প্রতিটি ভালো কাজে বাতাসের মতো ছুটে যেতেন। একদিন সদকা করতেন, অন্যদিন গোলাম আযাদ করতেন, অন্যদিন গরিব মিসকীনদের খেতে দিতেন।

এরই মধ্যে একদিন একদল লোক তাঁর সাথে কথাবার্তা বলার জন্যে ও তাঁর জ্ঞান ও কথা থেকে কিছু শিখার জন্যে আসল।

তাদের মধ্যে একজন বলল, হে সম্পদশালীরা, তোমরা সব কল্যাণ নিয়ে নিলে। তোমরা সদকা কর, গোলাম আযাদ কর, হজ্ব কর, দান কর।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, তোমরা কী আমাদের নিয়ে ঈর্ষা কর?

সে বলল, হ্যাঁ, আমরা তোমাদের নিয়ে ঈর্ষা করি।

তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খুব সাধারণভাবে বললেন, কষ্ট করে উপার্জিত এক দিরহাম দান করা, হাজারবার ঈর্ষা করা থেকেও উত্তম।

আমীরুল মুমিনীন উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর এমন কথায় তাঁর অন্তর প্রশস্ত হয়ে গেল। সে তাঁর কথা মনে গেঁথে নিল। তারপর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সে ও তাঁর সাথের লোকেরা চলে গেল।[৫৭]

[৫৭] মুসনাদু আছারিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, ৩১ পৃ.।

লাঠি ভাঙা লোক

সম্মানিত ও সৎকর্মশীলদের মতো উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মিম্বরে উঠে ডান হাতে লাঠি নিয়ে খুতবা দিতে লাগলেন। যে লাঠিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভর দিয়ে খুতবা দিতেন।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর মিষ্টি মিষ্টি কথায় মানুষকে দ্বীন বুঝাচ্ছিলেন, তাদের অন্তরকে পবিত্র করছিলেন।

এমন সময় হঠাৎ করে জাহজাহ আল গিফারী নামের এক লোক দ্রুত উঠে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর লাঠি কেড়ে নিয়ে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করল।

উপস্থিত লোকজন চিৎকার করে বলতে লাগল, ভেঙো না, ভেঙো না ।

কিন্তু সে তাদের কথা শুনেনি সে তা ভেঙে ফেলল। এমন ব্যবহারে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মিম্বর থেকে নেমে ঘরে চলে গেলেন।

কিছুদিন পরেই আল্লাহ তা'আলা লোকটির শরীরে মরণব্যাধি দিলেন। সে রোগ তার সম্পূর্ণ শরীর নষ্ট করে ফেলল। এ ঘটনার পর এক বছর পার হওয়ার আগেই লোকটি মারা গেল।[৫৮]

---

[৫৮] আল ইসাবা, ১ম খণ্ড, ৬২২ পৃ.।

এক লোক উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন

একদলকে দেখে মনে হচ্ছে তারা অনেক তাকওয়াবান ও আল্লাহওয়ালা। তখন এক মিশরী মাথা উঁচু করে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলল, উনারা কারা?

লোকেরা বলল, উনারা কোরাইশী দল।

তারপর সে চোখ তুলে দেখল সে দলে একজন লোক আছে তাঁর চেহারা ও বৈশিষ্ট্য নবীদের মতো। যিনি তাসবীহ ও জিকিরে মশগুল হয়ে আছেন।

তখন সে বলল, এ শায়েখ কে?

তারা বলল, আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

এ কথা শুনার সাথে সাথে লোকটি দ্রুত এগিয়ে আসল মনে হচ্ছিল সে তার হারানো কোনো জিনিস খুঁজে পেয়েছে।

সে এসে বলল, ইবনে ওমর, আমি আপনাকে কিছু কথা জিজ্ঞেস করব আপনি তা বর্ণনা করুন।

লোকটি তীর নিক্ষেপের মতো তার প্রশ্ন শুরু করল। সে বলল, আপনি কী জানেন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উহুদের যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে গেছেন?

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

লোকটি বলল, আপনি কী জানেন তিনি বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না?

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

লোকটি বলল, আপনি কী জানেন তিনি বাইয়াতে রিদওয়ানে উপস্থিত ছিলেন না?

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

তার কথাগুলোর সত্যতা পেয়ে লোকটি খুশি হয়ে চিৎকার দিয়ে বলে উঠল, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবর।

তখন ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু লোকটির দিকে এমন তাকালেন যে, তার কলিজা কেঁপে উঠল।

এরপর তিনি বললেন, এই লোকের মাথা থেকে জ্ঞান বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এদিকে আস, আমি তোমাকে ব্যাপারটি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে শুনাচ্ছি।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উহুদের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া, এ ব্যাপারে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ তা'আলা তাঁর সে অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

আর বদরের যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন না, তা তো তাঁর স্ত্রী, যিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মেয়ে তাঁর অসুস্থতার কারণে। আর তাছাড়াও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তো তাঁকে বলেছেন, 'বদরে উপস্থিত থেকে যুদ্ধ করা লোকের সমান প্রতিদান ও গনীমতের অংশ তোমার জন্য রয়েছে।'
আর বাইয়াতে রিদওয়ানে তাঁর অনুপস্থিত, যদি সেদিন উসমান থেকে উত্তম কেউ থাকত তবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে মক্কায় পাঠাতেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে মক্কায় প্রেরণ করেছেন। আর বাইয়াতুর রিদওয়ান তো তিনি মক্কা যাওয়ার পরে হয়েছে। তাছাড়া 'এ হাত উসমানের' এ কথা বলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উসমানের হাতের পরিবর্তে নিজের বাম হাত তাঁর ডান হাতের উপর রাখলেন।[৫৯]

উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর লাজুকতা

হযরত হাসান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মানুষকে উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে নিয়ে কথা শুনাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর শিষ্টাচারিতা ও লাজুকতা নিয়ে আলোচনা করছিলেন।
আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বললেন, যদি ঘরের দরজা বন্ধও থাকত তবুও গোসলের সময় বসা ব্যতীত গায়ে পানি ঢালার জন্যে তিনি তাঁর কাপড় খুলতেন না। লাজুকতাই তাঁকে কাপড়বিহীনভাবে দাঁড়াতে বাধা দিত।[৬০]

[৫৯] ইমাম বুখারী হাদিসটি এনেছেন, ৭ম খণ্ড, ৫৪, ৩৬৩।
[৬০] আয্ যুহ্দ, লিল ইমাম আহমদ, ১২৮।

কোরাইশদের মধ্যে তিনজন

আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একদল শিক্ষার্থীর কাছে বসে মর্যাদাবান সাহাবীদের ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন এবং তাঁদের প্রশংসনীয় চারিত্রিক দিকগুলো বর্ণনা করছিলেন।

বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বললেন, কোরাইশদের তিনজন ব্যক্তি এমন যারা চেহারাগতভাবে ও চারিত্রিকভাবে সবার থেকে সুন্দর এবং সবার থেকে অধিক লজ্জাশীল। যদি তাঁরা তোমাকে কোনো কথা বলেন তবে মিথ্যা বলবেন না। আর যদি তুমি তাঁদেরকে কোনো কথা বলো তবে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলবেন না। তারা হচ্ছেন, আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, উসমান বিন আফ্‌ফান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও আবু উবায়দা বিন আল জার্‌রাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।[৬১]

মীকাতের প্রতি লক্ষ্য রাখার তাকিদ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অসংখ্য বিজয়ের পথিকৃৎ ছিলেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি উমরা করার নিয়্যত করলেন। তিনি নিশাপুর (খোরাসান) থেকে ইহরাম বেঁধে মক্কা মুকার্‌রামার দিকে রওনা দিলেন। যখন তিনি উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে এলেন তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে নিশাপুর থেকে ইহরাম বাঁধার কারণে তিরস্কার করে বললেন, কত ভালো হতো, যদি তুমি সেখান থেকে ইহরাম বাঁধতে, যেখান থেকে মুসলমানগণ ইহরাম বাঁধে।[৬২]

---

[৬১] আল হুলিয়া, ১ম খণ্ড, ৫৬ পৃ.। আল ইসাবা, ১ম খণ্ড, ২৫৩ পৃ.।

[৬২] তারীখে ত্বাবারী, ৩য় খণ্ড, ৩১৯।

অভিযুক্ত মহিলা

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে এক মহিলাকে আনা হয়েছে যে ছয় মাসে বাচ্চা প্রসব করেছে। তখন তিনি নিজের গবেষণায় ভুল হবে এ ভয়ে কিছু রায় দেননি।

তিনি বিচারে তাড়াহুড়া না করে মিম্বরে উঠে বিষয়টি সাহাবীদের কাছে পেশ করলেন। হতে পারে এতে ইলমের নতুন কোনো নূর বের হবে।

তখন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا۔

'আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট করে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার দুধপান করানোতে ত্রিশ মাস লেগেছে।' (সূরা আহক্বাফ : ১৫)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ۔

'আর সন্তানবতী নারী তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, যদি তারা দুধ পান করানোর পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়।' (সূরা বাকারা : ২৩৩)

আয়াতে বলা হয়েছে মায়ের কষ্ট সর্বমোট ত্রিশ মাস। তাহলে যদি কোনো মা দুগ্ধদান পূর্ণ করে অর্থাৎ পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করান তাহলে গর্ভধারণের সময় বাকি থাকে ছয় মাস।

ইবনে আব্বাসের এ সিদ্ধান্তে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সে মহিলাকে ছেড়ে দিলেন।[৬৩]

---

[৬৩] তারিখুল মদিনা, ৩য় খণ্ড, ৯৭৭, ৯৭৮ পৃ.।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ব্যাপারে ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বক্তব্য

বীর বিক্রমদের মতো ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ম পরে তরবারি হাতে নিয়ে দ্রুত ছুটে এলেন। তাঁর অন্তর ঈমানের আলোতে ভরপুর। তিনি আমীরুল মুমিনীন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর শত্রুদেরকে প্রতিরোধ করতে যাচ্ছেন।

তিনি দ্রুত ছুটে এসে মানুষদের কাতার ভেঙে সিংহের মতো বীরবিক্রমে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সামনে এসে হাজির হলেন।

তাঁর সামনে হাজির হয়ে তিনি বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সংস্পর্শে ছিলাম, তাঁর সংস্পর্শে থাকার কারণে তাঁর নবুওয়াত ও রিসালতের সত্যতা জানতে পেরেছি। আমি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সংস্পর্শে ছিলাম, আমি তাঁর নেতৃত্বের ন্যায়পরায়ণতা জানতে পেরেছি। আমি ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সংস্পর্শে ছিলাম, আমি তাঁর পিতৃত্ব ও নেতৃত্বের ন্যায়পরায়ণতা জানতে পেরেছি। আর আপনার ব্যাপারেও তেমন জানতে পেরেছি।

তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে বললেন, আল্লাহ তোমাকে আহলে বাইতের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমার আদেশ আসা পর্যন্ত তুমি তোমার ঘরে অবস্থান কর।[৬৪]

বাঁদীর সাথেও পর্দায় যত্নবান

বুনান নামে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর স্ত্রীর একটি দাসী ছিল।

সে বর্ণনা করে বলে, উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু গোসল করার পর যখন আমি কাপড় নিয়ে উপস্থিত হতাম তিনি আমাকে বলতেন, তুমি আমার শরীরের দিকে তাকাবে না, এটা তোমার জন্য জায়েয নয়।[৬৫]

---

[৬৪] মুসনাদু আছারিস্ সাহাবা, ২য় খণ্ড, ২৭ পৃ.।

[৬৫] হযরত উসমান যুননূরাইন।

কিয়ামতের দিন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাফায়াত

নবী করীম (রা) তাঁর সাহাবীদের মাঝে বসেছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম মনোযোগসহকারে তাঁর মিষ্টি মধুর কথাগুলো শুনছিলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন খুব গুরুত্বের সাথে আল্লাহর কাছে এক লোকের মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করছিলেন।

তিনি বললেন, যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! আমার উম্মতের মধ্যে এমন একজন লোক আছে যার সুপারিশে আমার উম্মতের এত সংখ্যক মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে যে, তাদের সংখ্যা রবীআ' ও মুদার গোত্রের লোক থেকেও বেশি হবে।

হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যারা এ হাদিস শুনেছেন তারা ওই লোক সম্পর্কে বলেছেন যে, ওই লোক হচ্ছেন উসমান বিন আফ্ফান রাদিয়াল্লাহু আনহু অথবা উওয়াইস করনী (রহ)।[৬৬]

বিয়ের অনুষ্ঠান

আনন্দের বন্যা বয়ে যেতে লাগল। সকলের মন খুশিতে নাচছিল। কেননা আজ মুগীরা বিন শু'বার ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠান চলছিল।

ছেলেটির মনে আনন্দের জোর বইতে লাগল। ছেলেটি একে একে সবাইকে তাঁর বিয়ের অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিতে লাগল। দাওয়াত দিয়ে যেতে যেতে এবার সে আমীরুল মুমিনীন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উদ্দেশে রওনা দিল। সে তাঁর সাথে দেখা করে তাঁকে তার বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার দাওয়াত দিল।

খলিফা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সে ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেন। তিনি সেখানে গিয়ে বললেন, আমি রোযা রেখেছি, তবুও আমি পছন্দ করেছি তার দাওয়াতে সাড়া দিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হব এবং তার জন্যে বরকতের দোয়া করব।[৬৭]

---

[৬৬] আয্ যুহ্দ, লিল ইমাম আহমদ, ১২৮।

[৬৭] আল যুহ্দ, লিল ইমাম আহমদ, ১৩১।

পরামর্শ সভার প্রতি আগ্রহ

একদিন আমীরুল মুমিনীন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পূর্ণ মনোযোগের সাথে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন। তাঁর পবিত্র জবান আল্লাহর তাহমীদ ও তাসবীহ জপছিল। এমন সময় দুই লোক তাঁর কাছে ছুটে আসল। যারা একটি মাসআলা নিয়ে বিবাদ করছিল।

তখন তিনি তাদের একজনকে বললেন, তুমি আলীকে ডেকে নিয়ে আস। অন্যজনকে বললেন, তুমি ত্বালহা বিন উবায়দুল্লাহ, জুবাইর ও আব্দুর রহমান বিন আউফকে ডেকে নিয়ে আস।

তাঁরা সকলে আসার পরে তিনি ওই দুই লোককে বললেন, তোমরা বল।

তাঁরা তাদের মাসআলা পেশ করার পর উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ সকল সাহাবীদেরকে বললেন, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও।

এভাবে প্রতিটি কাজে, যদি অন্যদের অভিমত তাঁর অভিমতের সাথে মিলে যেত তিনি তা বাস্তবায়ন করতেন আর যদি না মিলত তিনি তা ভালোভাবে দেখতেন।[৬৮]

প্রতিদিন মাসহাফ দেখতেন

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কুরআন পড়ে পরিতৃপ্ত হতেন। তিনি তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন আর বলতেন, যদি আমাদের অন্তর পবিত্র হতো তাহলে আমরা আমাদের রবের বাণী পাঠ করে কখনো অতৃপ্ত হতাম না। আমি অপছন্দ করি যে, আমার কাছে এমন একটি দিন আসবে যে দিন আমি মাসহাফ দেখব না। অর্থাৎ তেলাওয়াত করব না। এ কারণে দেখা গেছে, তিনি কোরআন তেলাওয়াত করা অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেছেন।[৬৯]

---

[৬৮] আখবারুল কাদা, ১ম খণ্ড, ১১০।

[৬৯] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, ২২৫।

নবজাতকের উপহার

এক মহিলা উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দরবারে আসা-যাওয়া করত। একদিন তিনি সে মহিলাকে আসতে দেখলেন না।

তখন তিনি তাঁর পরিবারকে জিজ্ঞেস করলেন, অমুক মহিলার কী হলো, আমি যে তাকে দেখতে পাচ্ছি না?

তাঁর স্ত্রী বললেন, সে মহিলা গত রাতে একটি ছেলে প্রসব করেছে।

এ সংবাদ শুনে তিনি ওই মহিলার কাছে পঞ্চাশ হাজার দিরহাম ও কাপড়-চোপড় পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, এগুলো তোমার ছেলের জন্যে উপহার আর এগুলো তার পোশাক।

বর্ণনাকারী বলেন, আবু ইসহাক (রহ) আমার দাদা উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমার দাদা তাঁকে বললেন, শায়েখ, আপনার সাথে আপনার পরিবারের কতজন থাকে?

তিনি বললেন, এত এত জন থাকে।

তখন আমার দাদা আমীরুল মুমিনীন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমরা আপনার জন্যে পনেরো হাজার দিরহাম ধার্য করলাম আর আপনার পরিবারের জন্যে এক লক্ষ দিরহাম ধার্য করলাম।[৭০]

---

[৭০] আছারুস্ সাহাবা, ২য় খণ্ড, ২৬।

সুন্নতের পরিপন্থি কাজে অসন্তুষ্টি প্রকাশ

হজ্বের সময় উসমান -এর সাথে একজন সাহাবী তাওয়াফ করছিলেন। তাওয়াফে তিনি রুকনে ইয়ামানীতে চুমো খেলেন। উসমান এমন করলেন না। তখন সেই সাহাবী তাঁর হাত ধরে রুকনে ইয়ামানীতে চুমো দিতে বাধ্য করতে চাইলেন।

তখন তিনি বললেন, এ কী করছ! তুমি কি রাসূল -এর সাথে তাওয়াফ করেছ?

সে সাহাবী বললেন, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, তুমি কী রাসূল -কে তোমার মতো রুকনে ইয়ামানীতে চুমো দিতে দেখেছ?

সে সাহাবী বললেন, না।

এবার তিনি বললেন, রাসূল -এর অনুসরণ করা কী অধিক সংগত নয়?

সে সাহাবী বললেন, অবশ্যই।[৭১]

আল্লাহর ভয়

জাহান্নামের ভয়ে আমীরুল মুমিনীন উসমান তাঁর জীবনকে খুবই আতঙ্কে কাটিয়েছিলেন।

তিনি বলতেন, যদি আমি জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে অবস্থান করি, আর আমার জানা না থাকে আমি ওই দুইটির কোনটিতে প্রবেশ করব। অবশ্যই আমি এটি জানার আগেই বালু হয়ে যাওয়াকে পছন্দ করে নিতাম।[৭২]

[৭১] খোলাফায়ে রাশেদীন।

[৭২] আয যুহ্দ, লিল ইমাম আহমদ, ১৩০।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বিনয়

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মক্কা থেকে মদিনার দিকে আসার পথে মুআর্‌রাস নামক স্থানে অবতরণ করলেন। মুআর্‌রাস মদিনা থেকে প্রায় ৯৬৫৪মিটার দূরে। তিনি সেখানে অবতরণ করলেন কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। তারপর মদিনার দিকে রওনা দিয়েছেন।

এরপর যখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মদিনায় প্রবেশ করতে চাইলেন, তিনি নিজের বাহনের পেছনে একটি দাসকে আরোহণ করালেন। যাতে করে তিনি অন্যান্য রাজা বাদশাহদের মতো না হয়ে যান।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মানুষকে রাজকীয় খাবার গোস্ত, মধু আরো অনেক দামী খাবার খাওয়াতেন, কিন্তু এরপর তিনি নিজের বাসায় এসে সাধারণ সিরকা আর জাইতুন খেতেন।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু গাছ রোপণ করছেন

এক লোক আমীরুল মুমিনীন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে এসে দেখল তিনি গাছ রোপণ করছেন।

লোকটি অবাক হয়ে বলল, আমীরুল মুমিনীন, আপনি এ সময়ে গাছ রোপণ করছেন?

তিনি মুচকি হেসে বললেন, আমি কোনোকিছু নষ্ট করি, এমন সময় তুমি আসা থেকে আমি ভালো কোনোকিছু করি এমন সময় তুমি আসবে তা আমার কাছে পছন্দনীয়।[৭৩]

---

[৭৩] আছারুস্ সাহাবা, ২য় খণ্ড, ৪৩ পৃ.।

পরবর্তীদের প্রতি অনুগ্রহের একটি উদাহরণ

জুম'আর নামাযের খুতবার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের যে সিঁড়িতে দাঁড়াতেন, তাঁর ইন্তিকালের পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর সম্মানে সে সিঁড়িতে না দাঁড়িয়ে পরের সিঁড়িতে দাঁড়ালেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ইন্তিকালের পর ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর সম্মানার্তে সে সিঁড়িতে না দাঁড়িয়ে নিচের সিঁড়িতে দাঁড়ালেন। অর্থাৎ মিম্বরের তিনটি সিঁড়ি ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয় সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। তাঁর ইন্তিকালের পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দ্বিতীয় সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ইন্তিকালের পর ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রথম সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ভাবলেন যদি একের পর এক খলিফাগণ সিঁড়ির এক ধাপ এক ধাপ করে নিচে নেমে খুতবা দিতে হয় তাহলে পরে কী হবে? কারণ খলিফা তো একজনের পর একজন হবেন? তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন তিনিও সে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন। তিনি যদি এ সিদ্ধান্ত না নিতেন তাহলে পরবর্তী খলিফাদের জন্যে এ বিষয়টি কঠিন হয়ে যেত। তাছাড়াও এর দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নতের ওপর আমল হয়ে গেল। [৭৪]

---

[৭৪] হযরত উসমান।

যাদুটোনার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ

হযরত ত্বালহা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, ইবনে যিলহাব্বা নাহদী যাদুটোনার কাজ করত। যখন উসমান তার সে কাজ সম্পর্কে অবগত হলেন, তখন তিনি ওলীদ বিন উকবাকে পত্র লিখে নির্দেশ দিলেন, "যাদুর ব্যাপারে ইবনে যিলহাব্বাকে জিজ্ঞেস করবে, যদি সে স্বীকার করে, তাহলে তাকে কঠিন শাস্তি দিবে।"

খলিফার নির্দেশ আসার পর ওলীদ বিন উকবা সে লোকটিকে ডেকে পাঠালেন। লোকটি তাঁর কাছে উপস্থিত হলে তিনি তাকে সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে, সে তা স্বীকার করে বলে, হ্যাঁ, এটি এক আশ্চর্য ধরনের ভেল্কিবাজির কাজ। তখন ওলীদ বিন উকবা তাকে কঠোর শাস্তি দিলেন আর জনগণকে তা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিলেন। তিনি তাদের সম্মুখে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পত্র পাঠ করে শুনালেন। ব্যাপারটি বড় সঙ্গিন, চরম জঘন্য অপরাধ, সুতরাং তোমরাও তা গুরুতর অপরাধ হিসেবে গ্রহণ কর। আর হাসি তামাশা ও চিত্তবিনোদন থেকে বেঁচে থাক। লোকেরা এ কথায় খুব আশ্চর্যান্বিত হলো যে, উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে ইবনে যিলহাব্বার যাদুর কথা কীভাবে পৌঁছল।[৭৫]

---

[৭৫] তারীখে ত্বাবারী, ৩য় খণ্ড, ৪১০।

বৃহৎ স্বার্থের নিমিত্তে হাদিস গোপন

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহ্হাব (রহ) বলেন, উসমান আব্দুল্লাহ বিন ওমর -কে বললেন, তুমি লোকদের বিচারক হয়ে লোকদের মোকদ্দমার ফয়সালা কর।

ইবনে ওমর বললেন, আমীরুল মুমিনীন, আপনি আমাকে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিন।

তিনি বললেন, না, আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, তুমি লোকদের বিচারের কাজ কর।

ইবনে ওমর বললেন, আপনি তাড়াহুড়া করবেন না। আপনি কী রাসূল থেকে এ কথা বলতে শুনেননি, যে ব্যক্তি আল্লাহর আশ্রয়ে চলে এল, সে অনেক বৃহৎ আশ্রয়ে চলে এল।

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

ইবনে ওমর বললেন, আমি বিচারক হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

তিনি বললেন, তুমি কেন বিচারক হচ্ছো না? অথচ তোমার বাবা বিচারক ছিলেন।

ইবনে ওমর বললেন, আমি নবী -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি বিচারক হলো আর না জানার কারণে ভুল ফয়সালা করল, সে জাহান্নামী। আর যে বিচারক আলেম, সত্য ও ন্যায়-নিষ্ঠার ওপর প্রতিষ্ঠিত, এতকিছুর পরেও সেও চাইবে সে যেন আল্লাহর কাছে পরিত্রাণ পেয়ে যায়। অর্থাৎ পুরস্কার না পেলেও যেন শাস্তিপ্রাপ্ত না হয়। এ হাদিস শুনার পর কী আমি বিচারক হতে পারি।

এ কথা শুনার পর উসমান তাঁর ওযর কবুল করলেন এবং তাঁকে বললেন, তোমাকে তো ক্ষমা করলাম, কিন্তু তুমি এ কথা কাউকে বলবে না। (কেননা তাহলে কেউই বিচারক হতে রাজি হবে না এতে মুসলমানদের বিচারকার্য পরিচালনা করা কষ্টকর হয়ে যাবে।)[৭৬]

---

[৭৬] হায়াতুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, ৮৬পৃ।

চরম মিথ্যাবাদী মুসায়লামার দল

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ একদল লোককে আটক করল, যারা মুসায়লামার ধর্ম প্রচার করছিল।

এরপর তিনি এ খবর আমীরুল মুমিনীনের কাছে লিখে জানালেন।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে নির্দেশনা দিয়ে বললেন, তুমি তাদের সামনে সত্য দ্বীন ও 'আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল' এ দুইটি পেশ করবে। তাদের মধ্যে যে তা গ্রহণ করবে তাকে ছেড়ে দিবে। আর যে মুসায়লামার ধর্মে অটল থাকবে তাকে হত্যা করবে।

তখন আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ তাদের কাছে এসে ইসলাম পেশ করলেন। তাদের মধ্যে একদল ইসলাম গ্রহণ করল তিনি তাদেরকে ছেড়ে দিলেন। আর অন্যদল মুসায়লামার ধর্মে অটল থাকল তিনি তাদেরকে হত্যা করলেন।[৭৭]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাকে সম্মান প্রদর্শন

এক লোক ঝগড়া করছিল। ঝগড়া করতে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে অবজ্ঞার চোখে দেখল। উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ কথা জানতে পেরে লোকটিকে পিটানোর আদেশ দিলেন।

তিনি তাকে বললেন, স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচাকে সম্মান করতেন আর তুমি তাঁকে অবজ্ঞা কর?[৭৮]

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আহলে বাইতকে খুবই সম্মান করতেন। যখন আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পাশ দিয়ে যেতেন তখন তাঁরা তাঁর সম্মানে বাহন থেকে নেমে যেতেন। কীভাবে তারা আরোহী হয়ে চলবেন অথচ আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হেঁটে যাচ্ছেন।[৭৯]

---

[৭৭] উয়ুনুল আখয়ার, ১ম খণ্ড, ২৬৯ পৃ.।

[৭৮] আছারুস্ সাহাবা, ২য় খণ্ড, ৯ পৃ.।

[৭৯] আছারুস্ সাহাবা, ২য় খণ্ড, ১৪ পৃ.।

কাতার সোজা করার প্রতি গুরুত্বারোপ

হযরত মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি উসমান বিন আফ্‌ফান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সঙ্গে ছিলাম। আমার জন্যে কিছু ভাতা নির্ধারণ করার ব্যাপারে আমি তাঁর সাথে কথা বলছিলাম। ইতোমধ্যে নামাযের ইকামত হয়ে গেল। আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম আর তিনি জুতা দ্বারা ছোট পাথর সমান করছিলেন। (যে পাথরগুলো আরবরা কাতার সোজা করে দাঁড় করানোর জন্যে সারিবদ্ধভাবে বিছিয়ে রাখত।) এরপর কাতারের দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তি যখন বলল, কাতার সোজা হয়ে গেছে তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমিও কাতারে সোজা হয়ে দাঁড়াও। এরপর তিনি তাকবীর বললেন। [৮০]

আহলে কিতাবের কাছে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সাথে এক পাদ্রীর দেখা হলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের সম্পর্কে কী তোমরা তোমাদের কিতাবে কিছু পেয়েছ?

সে বলল, আমরা তোমাদের বৈশিষ্ট্য পেয়েছি তবে নাম পাইনি।

তিনি বললেন, তোমরা কী পেয়েছ?

সে বলল, করনুম মিন হাদীদ।

তিনি বললেন, করনুম মিন হাদীদ অর্থ কী?

সে বলল, কঠিন আমীর।

তখন তিনি চিৎকার দিয়ে বললেন, আল্লাহু আকবার। আমার পরে কে?

সে বলল, এক সৎ ব্যক্তি, যিনি নিকটাত্মীয়দের প্রাধান্য দিবেন।

তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আল্লাহ উসমানকে রহম করুন, তিনি এ কথা তিনবার বললেন।[৮১]

---

[৮০] হায়াতুস সাহাবা।

[৮১] আবু দাউদ শরীফ, হাদিস নং ৪৬৫৬।

হাদিস বর্ণনায় সতর্কতা

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলতেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস বর্ণনা না করার কারণ এই নয় যে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাদের মধ্যে হাদিস বেশি সংরক্ষণ করিনি; বরং এর কারণ হচ্ছে, আমি সাক্ষ্য দিয়ে বলছি, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে আমার ব্যাপারে এমন কথা বলবে যা আমি বলিনি, সে যেন নিজ ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।[৮২]

পরামর্শ ও মতামত চাওয়ার সু অভ্যাস

তৃতীয় খলিফা আমীরুল মুমিনীন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর যে মাসআলায় সন্দেহ হতো বা যে কোনো সমস্যায় পড়তেন, সে ব্যাপারে যদি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারতেন, তখন তিনি সে সম্পর্কে অন্য সাহাবীদের কাছে জিজ্ঞেস করতেন এবং সে অনুযায়ী লোকদেরকে নির্দেশ দিতেন।

একবার হজ্বের সফরে এক ব্যক্তি পাখির গোশত হাদিয়াস্বরূপ পেশ করল, যা শিকার করা হয়েছিল। যখন তিনি আহার করার জন্য বসলেন, তখন তাঁর মনে সন্দেহ হলো যে, ইহরাম অবস্থায় শিকার করা গোশত আহার করা জায়েয কিনা?

সে সফরে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-ও তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন। তখন তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তা নাজায়েয বললেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তখন সে গোশত খাওয়া থেকে বিরত রইলেন।[৮৩]

---

[৮২] হায়াতুস সাহাবা।

[৮৩] মুসতাদরাকে ইবনে হাম্বল।

ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গিতে ফতওয়া প্রদান

একবার ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মদিনা থেকে মক্কায় আগমন করলেন। তখন কা'বা গৃহে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়েই ছিল। তিনি তাঁর জন্যে স্বীয় চাদর বিছিয়ে দিলেন। ঘটনাক্রমে একটি কবুতর এসে চাদরের উপর বসল। কবুতর চাদরের উপর মল ত্যাগ করবে এ ভয়ে তিনি কবুতরকে তাড়িয়ে দিলেন। কবুতর উড়ে গিয়ে অন্যস্থানে বসল। সেখানে একটি বিষাক্ত সাপ বসা ছিল। সেটি কবুতরকে দংশন করল। সাপের বিষে কবুতরটি মারা গেল।

এ ব্যাপারে উসমান রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি কাফ্ফারা দেওয়ার ফতওয়া দিলেন। কেননা, ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-ই কবুতরটিকে উড়িয়ে দিয়ে রক্ষিতস্থান থেকে অরক্ষিত স্থানে নিয়েছিলেন।[৮৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে শিষ্টাচারিতা

কুবাত বিন আশয়াম উসমান রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে এসে বসলেন।

তখন উসমান রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে বললেন, আপনি বড় নাকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড়?

তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড়, তবে আমি তাঁর আগে জন্মগ্রহণ করেছি।[৮৫]

---

[৮৪] মুসনাদে শাফেয়ী।

[৮৫] দালায়িলুন নুবুওয়াহ্, লিল বায়হাকী, ১ম খণ্ড, ৭৭।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও উতবার সম্পদ

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আবু সুফিয়ানের ছেলে উতবার কাছে লোক পাঠালেন। যিনি তায়েফের গভর্নর ছিলেন। তিনি তাকে গভর্নরের পদ থেকে বরখাস্ত করে দিলেন। একদিন কোনো এক রাস্তায় উতবার সাথে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর দেখা হলে তিনি তার কাছে ত্রিশ হাজার দিরহাম পেলেন।

তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, এ সম্পদ তোমার কাছে কোথায় থেকে এসেছে?

তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! এটা আপনারও না আর মিসকীনদেরও না। এটি আমার ক্রয় করা জমিনের ভেতরে পেয়েছি।

তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, আমাদের কর্মকর্তারা যদি কোনো সম্পদ পায় তাহলে তা বায়তুল মালে জমা হবে। এ কথা বলে তিনি তার থেকে সে সম্পদ নিয়ে বায়তুল মালে জমা করে দিলেন।

এরপর দিনের পর দিন অতিবাহিত হতে লাগল, এরই মধ্যে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর ইন্তিকালের পর খিলাফত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর হাতে ন্যস্ত হলো।

তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু উতবাকে বললেন, তোমার কী এ সম্পদের প্রয়োজন আছে? কেননা ওমর তোমার এ সম্পদ বায়তুল মালে জমা দেওয়ার কোনো কারণ আমি দেখছি না।

উতবা বললেন, আল্লাহর শপথ! আমার তা প্রয়োজন আছে। তবুও আপনি তা আমাকে দেবেন না। কেননা যদি আপনি আগের খলিফার নির্দেশ পাল্টে দেন তাহলে আপনার নির্দেশও আপনার পরবর্তীরা পাল্টে দিবে।[৮৬]

---

[৮৬] আল উকবাল ফারীদ, ১ম খণ্ড, ৪৮ পৃ.।

নিজেকে পরামর্শের অনুগত রাখা

উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর সময়ে মসজিদে নববীকে প্রসারিত করার প্রয়োজন হলো। তখন তিনি সাধারণ মানুষের সাথে তা নিয়ে পরামর্শ করতে চাইলেন। সেখানে মারওয়ান বিন হাকামও উপস্থিত ছিল। সে বলল, আমীরুল মুমিনীন, আপনার ওপর জীবন উৎসর্গ হোক। এ ব্যাপারে পরামর্শ করার কী প্রয়োজন? ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তো মসজিদের আয়তন বৃদ্ধি করার সময় কারো সাথে আলোচনা পর্যন্ত করেননি।

এ কথা শুনে উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রেগে বললেন, চুপ কর, ওমরের ব্যাপার হলো, তাঁকে মানুষ এত বেশি ভয় পেত যে, যদি তিনি লোকদের বলতেন 'গুই সাপের গর্তে প্রবেশ কর' লোকেরা তাতেও ঢুকে যেত, কিন্তু আমার ব্যাপার হলো আমি নরম স্বভাবের লোক। এজন্য আমি সতর্কতা অবলম্বন করি, যাতে করে কেউ প্রতিবাদ না করে।[৮৭]

খিয়ানতের কারণে জামাতাকে বরখাস্ত

হারিস বিন হাকাম হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর চাচাতো ভাই ও জামাতা ছিলেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিয়োগ করলেন। তার কাজ ছিল বাজারে জিনিসপত্রের ক্রয়-বিক্রয়, তার মূল্য, দোকানদারদের ওজন, পরিমাপ ও মুদ্রা পর্যবেক্ষণ করা। যাতে করে বেচাকেনায় কোনো ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ না আসে। কিন্তু আত্মীয়তা ও নৈকট্য সত্ত্বেও উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এ বিষয়ে অবগত হলেন যে, হারিস বিন হাকাম নিজ কর্তব্য বিশ্বস্ততার সাথে পালন করে না এবং নিজ পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে অবৈধ মুনাফা লাভ করার জন্যে বাজারের কোনো কোনো জিনিস নিজের জন্য নির্ধারিত করে নিয়েছে। তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার প্রতি তীব্র অসন্তুষ্ট হলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাকে বরখাস্ত করে দিলেন।[৮৮]

---

[৮৭] ওয়াফাউল ওয়াফা, ২য় খণ্ড, ৫০৮।

[৮৮] হযরত উসমান।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে নিয়ে এক ব্যক্তির তর্ক

এক লোক আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে এসে বলল, নিশ্চয়ই উসমান জাহান্নামে।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তুমি কোথায় থেকে জেনেছ?

সে বলল, কেননা তিনি অনেক অঘটন ঘটিয়েছেন।

তিনি বললেন, তোমার অভিমত কী যদি তোমার মেয়ে থাকে, তুমি কী তাকে পরামর্শ করা ব্যতীত বিয়ে দিবে?

সে বলল, না।

তিনি বললেন, তুমি বল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী কোনো কাজ করতে আল্লাহর সাথে পরামর্শ করতেন নাকি করতেন না?

সে বলল; বরং তিনি পরামর্শ করতেন।

তিনি বললেন, আর আল্লাহ কী তাঁকে ভালোটা পছন্দ করে দিতেন নাকি দিতেন না?

সে বলল; বরং আল্লাহ তাঁকে ভালোটাই পছন্দ করে দিতেন।

তিনি বললেন, তাহলে এবার বল উসমানের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেয়ের বিয়ে কী আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করে দিয়েছেন নাকি দেননি?

এ কথা শুনে লোকটি হতবাক হয়ে গেল। সে কোনো উত্তর খুঁজে পেল না।[৮৯]

---

[৮৯] হায়াতুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, ৪৫৪ পৃ.।

অবরোধকারীদের উদ্দেশ্যে উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর কথা

দীর্ঘ সময় অবরুদ্ধ থেকে আমীরুল মুমিনীন উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কঠিন থেকে কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হলেন। এর কারণে তিনি অবরুদ্ধ মানুষদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, তোমরা কী জানো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ পাহাড়ে উঠলে তা কাঁপতে শুরু করল তখন তিনি বললেন, স্থির হও, তোমার ওপর একজন নবী, একজন সিদ্দিক ও একজন শহীদ ব্যতীত আর কেউ নেই। তখন তো আমি তাঁর সাথে ছিলাম?

তারা বলল, হ্যাঁ।

তিনি আবার বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, তোমরা কী জানো বাইয়াতে রিদওয়ানের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাকে মক্কা নগরীতে প্রেরণ করেছেন তখন তিনি নিজের একটি হাত দিয়ে বললেন, এটি উসমানের হাত?

তারা বলল, হ্যাঁ।

তিনি আবার বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, তোমরা কী জানো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জায়সে উসরার ব্যাপারে বলছেন, 'কে দান করবে, যে দান নিশ্চিত কবুল হবে।' মানুষ তখন খুব কষ্টের মাঝে ছিল, তখন আমিই সৈন্যদলকে সুসজ্জিত করেছি।

তারা বলল, হ্যাঁ।

তারপর তিনি আরো বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, তোমরা কী জানো বী'রে রুমা, যে কূপ থেকে কেনা ব্যতীত কেউ পানি পান করতে পারত না, আমি সে কূপটি ক্রয় করে গরিব, ধনী, মুসাফির সবার জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছি।

তারা বলল, হ্যাঁ।[৯০]

---

[৯০] তিরমিযী শরীফ, হাদিস নং ৩৬৯৯।

ওমর ও উসমান

রাসূল-এর মেয়ে রুকাইয়া-এর রূহ মোবারক আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টির দিকে ছুটে চলে গেছে। যিনি উসমান-এর স্ত্রী ছিলেন।

তখন ওমর উসমান-এর কাছে এসে বললেন, তুমি যদি চাও তাহলে আমি আমার কন্যাকে তোমার কাছে বিয়ে দিব?

এ কথা শুনে উসমান চুপ করে রইলেন। কেননা তিনি জানতে পেরেছেন তাঁর মেয়ে হাফসাকে রাসূল বিয়ে করতে ইচ্ছে করেছেন। তিনি চুপ করে থাকায় ওমর খুবই রাগ হলেন। তিনি রাসূল-এর কাছে গিয়ে উসমান-এর ব্যাপারে অভিযোগ করলেন।

তখন রাসূল বললেন, আল্লাহ তা'আলা অচিরেই তোমার মেয়ে হাফসাকে উসমান থেকে উত্তম ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিবেন। আর উসমানকে তোমার মেয়ের থেকে উত্তম মেয়ের সাথে বিয়ে দিবেন।

তখন রাসূল হাফসা-কে বিয়ে করলেন আর উসমান রাসূল-এর মেয়েকে বিয়ে করলেন।[৯১]

---

[৯১] আল আকদুল ফারীদ, ৭ম খণ্ড, ৯৬ পৃ.।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে পানি পান করালেন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

আমীরুল মুমিনীন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ওপর অবরোধ তীব্র থেকে তীব্র আকার ধারণ করল এমনকি পানির স্বল্পতায় তিনি তাঁর ঘরে থাকা পানির পাত্রের তলা থেকে পানি পান করছিলেন।

তখন যোবাইর বিন মাত'আম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দ্রুত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে ছুটে গেলেন। তিনি তাঁকে চিন্তিত মনে বললেন, ইবনে আবু তালিব, তুমি কী এতে খুশি যে, তোমার চাচাতো ভাই ঘরে থাকা সামান্য পানি থেকে পান করছেন?

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, সুবহানাল্লাহ! তাঁর অবস্থা এত কঠিন হয়ে গেছে?

যোবাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হ্যাঁ; বরং এর থেকে মারাত্মক।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সিংহের মতো দ্রুত ছুটে গিয়ে একটি পানির পাত্র নিয়ে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে হাজির হলেন। এরপর তা থেকে তাঁকে পান করালেন।[৯২]

---

[৯২] ইবনে আসাকির, ৩৬৯।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর অসিয়ত

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে হত্যা করার পর তাঁর পবিত্র রূহ মোবারক আল্লাহর কাছে ছুটে চলে গেল। এরপর লোকেরা তাঁর ধনভাণ্ডার খুঁজতে লাগল। সেখানে তাঁরা একটি সিন্ধুক পেল। সিন্ধুকের ভেতরে একটি কাগজ পেল। সেখানে লেখা ছিল,

'এটি উসমানের অসিয়ত, পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি, উসমান বিন আফ্ফান সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, আর নিশ্চয়ই মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। নিশ্চয়ই জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্রিত করবেন এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। আর সেই ওয়াদার ওপর আমরা জীবিত থাকি, মৃত্যুবরণ করব এবং পুনরায় জীবিত হবো ইন-শা-আল্লাহ (আল্লাহ চাহে তো)।[৯৩]

---

[৯৩] আছারুস্ সাহাবা, ২য় খণ্ড, ২৯।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বাণী

-পৃথিবীর চিন্তা একটি অন্ধকার, আর পরকালের চিন্তা একটি আলো।

-দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রিয়, গুনাহবিমুখ ব্যক্তি ফেরেশতাদের প্রিয় আর লালসাবিমুখ ব্যক্তি মুসলমানদের কাছে প্রিয়।

-চারটি জিনিস মূল্যহীন- আমলহীন ইলম, সে সম্পদ যা ব্যয় করা হয় না, সন্যাসভাব যা দ্বারা দুনিয়া অর্জন করা হয়, সে দীর্ঘ হায়াত যার মাধ্যমে আখেরাতের পাথেয় তৈরি করা হয় না।

-পৃথিবীতে আমার তিনটি বস্তু পছন্দনীয়- ক্ষুধার্তদের খাওয়ানো, বস্ত্রহীনদের বস্ত্র পরিধান করানো, কুরআন মাজীদ নিজে পাঠ করা, অন্যকে পাঠ করানো।

-চারটি বস্তুর মধ্যে বাহ্যত একটি সৌন্দর্য, কিন্তু চারটি আবশ্যক বিষয় বিদ্যমান- নেক লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করা এক সৌন্দর্য, কিন্তু তাঁর অনুসরণ একটি আবশ্যক কাজ। কুরআন তিলাওয়াত করা একটি সৌন্দর্য, কিন্তু তার ওপর আমল করা একটি আবশ্যকীয় কাজ। রোগীর সেবা শুশ্রূষা করা একটি সৌন্দর্য, কিন্তু তাঁর দ্বারা অসিয়ত পূর্ণ করানো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কবর যিয়ারত করা একটি সৌন্দর্য, কিন্তু কবরের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

-আমি চার কাজে মজা পাই- ফরযসমূহ আদায় করার মাঝে, হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকার মাঝে, প্রতিদানের আশায় নেক কাজ করার মাঝে ও আল্লাহর ভয়ে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার মাঝে।

-মুত্তাকীর আলামত পাঁচটি-এমন ব্যক্তির সংস্রবে থাকা, যার দ্বারা দ্বীনের সংশোধন হয়। লজ্জাস্থান ও জিহ্বাকে আয়ত্তে রাখা। দুনিয়াবী আনন্দকে আযাব মনে করা। সন্দেহজনক হালাল থেকেও বিরত থাকা ও নিজের ব্যাপারে একীন হওয়া যে, আমি ধ্বংসের মাঝে পড়ে আছি।[১৪]

---

[১৪] আশারায়ে মুবাশ্শারাহ, ৯২।

তোমরা উসমানকে হত্যা করো না

আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি তখন অবরুদ্ধ ছিলেন। তিনি মানুষকে চলে যাওয়ার আদেশ দিলে সবাই চলে গেলেন, তিনিই ঘরে একা একা বসে ছিলেন।

আব্দুল্লাহ বিন সালাম ঘরে প্রবেশ করে তাঁকে সালামদিলেন।

তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আব্দুল্লাহ বিন সালাম তুমি কেন এসেছ?

তিনি বললেন, আমি আপনার সাথে রাত কাটাতে এসেছি যতক্ষণ না আল্লাহ আপনাকে বিজয় দান করেন অথবা আপনার সাথে আমাকে শহীদ করেন। কেননা আমি দেখছি এরা আপনাকে হত্যা করেই ছাড়বে। যদি তারা আপনাকে হত্যা করে তবে তা আপনার জন্যে কল্যাণকর আর তাদের জন্যে ক্ষতিকর।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তোমার ওপর আমার যে অধিকার আছে, সে অধিকারে আমি তোমাকে বলছি তুমি ফিরে যাও........।

তখন আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ঘর থেকে হতাশ হয়ে বের হয়ে এলেন। তিনি বের হয়ে এলে বিদ্রোহীরা তাঁকে ঘিরে একত্রিত হলো।

তিনি তাদের সামনে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার পর বললেন, তোমাদের পূর্বে জাতিরা যখন কোনো নবীকে হত্যা করত তখন হত্যার দিয়্যাত (শাস্তি) হিসেবে তাদের সত্তর হাজার লোককে হত্যা করা হতো। যখন তারা কোনো খলিফাকে হত্যা করা হতো তখন তার দিয়্যাত (শাস্তি) হিসেবে তাদের পঁয়ত্রিশ হাজার লোককে হত্যা করা হতো।

সুতরাং তোমরা বর্তমান খলিফার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর শপথ দিচ্ছি তাঁর হায়াত শেষ হয়ে এসেছে যা আমরা আল্লাহর কিতাবে পেয়েছি। তারপরও আমি তোমাদেরকে ওই আল্লাহর শপথ দিচ্ছি যার হাতে আমার প্রাণ যে ব্যক্তি তাঁকে হত্যা করবে সে কিয়ামতের দিন অবশ ও দুই হাতা কাটা অবস্থায় আল্লাহর সাথে দেখা করবে।[৯৫]

---

[৯৫] ফাযায়েলুস্ সাহাবা, ৭৭৪।

তোমরা উসমানকে গালি দিও না

কিছু মানুষের অন্তর নিফাকীতে আক্রান্ত হয়েছে। তারা নূরের আলো হারিয়ে ফেলেছে।

তাদের মধ্য থেকে একদল লোক বসে বসে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে নিয়ে আলোচনা করছিল। তারা তাঁর নামে কুৎসা রটনা করছিল এবং তাঁকে গালাগালি করছিল।

তাদের কথাবার্তার আওয়াজ গিয়ে যখন আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কানে গেল তখন তিনি ক্ষীপ্ত ঘোড়ার মতো ছুটে গিয়ে তাদের ওপর তরবারি দিয়ে আক্রমণ করলেন।

তিনি চিৎকার দিয়ে বললেন, তোমরা উসমানকে গালি দিবে না, আমরা তাঁকে আমাদের সেরাদের একজন হিসেবে গণ্য করি।[৯৬]

---

[৯৬] ফাযায়েলুস্ সাহাবা, ৭৪৪।

প্রশান্তচিত্তে বিদ্রোহীদের সাথে কথোপকথন

আমীরুল মুমিনীন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। কিন্তু বিদ্রোহীরা তাঁর ঈমানকে অবরুদ্ধ করতে পারেনি, তাঁর দৃঢ়তাকে দুর্বল করতে পারেনি। তখন তাঁকে হত্যা করতে তাঁর ঘরে দুইটি লোক প্রবেশ করল।

প্রথম লোক যে বনূ লাইছের ছিল সে তাঁকে হত্যা করতে এগিয়ে আসল।

তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, কোন গোত্র থেকে?

সে বলল, লাইছী।

তিনি বললেন, তুমি আমাকে হত্যা করতে পারো না।

সে বলল, কেন?

তিনি বললেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কি একদল লোকের মাঝে তোমার জন্যে দোয়া করেননি যে, তোমাকে যেন অমুক অমুক দিন ফেতনা থেকে হেফাযত করা হয়।

সে বলল, অবশ্যই করেছেন।

তখন তিনি বললেন, তাহলে তুমি কেন করবে?

তখন লোকটি ক্ষমা চেয়ে ফিরে গেল এবং বিদ্রোহীদের থেকে আলাদা হয়ে চলে গেল।

এরপর এক লোক প্রবেশ করল, সে কোরাইশী ছিল।

সে এসে বলল, উসমান, আমি তোমাকে হত্যা করব?

তিনি বললেন, কখনো না।

সে বলল, কেন?

তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার জন্যে অমুক অমুক জায়গায় ক্ষমা চেয়েছেন, সুতরাং তুমি হারামভাবে রক্তপাতের সাথে জড়িতও না।

তখন লোকটি ক্ষমা চেয়ে ফিরে গেল এবং বিদ্রোহীদের থেকে পৃথক হয়ে গেল।[৯৭]

---

[৯৭] মুসনাদে আছারুস্ সাহাবা, ২য় খণ্ড, ২৭।

খিলাফত ছেড়ে দিতে চাইলেন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু চিন্তিত আকাশ মাথায় নিয়ে অবরুদ্ধ উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ঘরে প্রবেশ করলেন।

তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বিরক্ত হয়ে বললেন, মুগীরা যা বলেছে তার ব্যাপারে তোমার মত কী?

ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, সে কী বলেছে?

তিনি বললেন, এ সকল বিদ্রোহীরা, তারা চাচ্ছে খিলাফত থেকে আমি পদত্যাগ করি এবং তাদের মাঝ থেকে সরে দাঁড়াই।

ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আপনি কী মনে করেন তা করলে আপনি দুনিয়াতে স্থায়ী হয়ে যাবেন?

তিনি বললেন, না।

ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আপনি কী মনে করেন যদি আপনি তা না করেন তারা আপনাকে হত্যার চেয়ে বেশি কিছু করতে পারবে?

তিনি বললেন, না।

ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তারা কী জান্নাত, জাহান্নামের মালিক?

তিনি বললেন, না।

ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তাহলে আমি দেখি না এতে কোনো ফায়দা আছে। যখনই কোনো খলিফাকে খিলাফতের দায়িত্ব দেওয়া হবে তখনই তারা তার থেকে তা কেড়ে নিতে চাইবে। আপনি খিলাফতের সেই জামা খুলবেন না, যে জামা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে পরিয়েছেন।[৯৮]

---

[৯৮] ফাযায়েলুস্ সাহাবা, ৭৬৭। ত্বাবাকাতু ইবনি সা'দ, ৩য় খণ্ড, ৪৮।

বিদ্রোহীদের অবরোধ

চুড়ি যেমন হাতকে ঘেরাও দিয়ে রাখে তেমনি বিদ্রোহীরা উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। এমনকি তারা সেখানে খাবার পানি পর্যন্ত যেতে দিচ্ছে না।

তখন আবু ক্বাতাদা ও তাঁর সাথে অন্য এক লোক উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে গিয়ে হজ্ব করার অনুমতি চাইলেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁদেরকে অনুমতি দিলেন। যখন তাঁরা বের হয়ে আসলেন তখন তারা দেখলেন হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

তারপর তিনি বীরের মতো বলতে লাগলেন, আমীরুল মুমিনীন, আমি আপনার সামনে আছি, আপনি আমাকে আদেশ করুন।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, ভাতিজা, তুমি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেছ। বিদ্রোহীরা আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে চাচ্ছে না। আল্লাহর শপথ! আমি মুমিনদেরকে যুদ্ধের দিকে উত্তেজিত করতে চাই না; বরং আমি নিজেকে বিলিয়ে মুমিনদেরকে রক্ষা করতে চাই।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমীরুল মুমিনীন, যদি আপনার কিছু হয় তাহলে আপনি আমাদেরকে কী আদেশ দিয়ে যাচ্ছেন?

তিনি বললেন, তোমরা দেখ, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতেরা কোন বিষয়ের ওপর ঐক্যবদ্ধ হয়। কেননা তারা সবাই একত্রে পথভ্রষ্ট হবে না। তোমরা যেখানে থাক দলের সাথে থাক।

বাস্‌সার বিন মূসা বলেন, আমি এ ঘটনা হাম্মাদ বিন যায়েদের কাছে বর্ণনা করলাম তখন তিনি তা শুনে কান্না করলেন, তাঁর চোখ থেকে অশ্রু টপ্ টপ্ করে ঝরতে লাগল।

এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ওপর রহম করুন, তিনি চল্লিশ দিন অবরুদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তবুও এমন কোনো কথা তাঁর থেকে প্রকাশিত হয়নি যা বিদ্রোহীদের জন্যে দলিল হবে।[৯৯]

---

[৯৯] আর্ রিক্কাতু ওয়াল বুকা, ১৯২।

শেষ বাক্য

আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খুবই চিন্তা ও হতাশার সাথে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর হত্যার প্রত্যক্ষদর্শীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে হত্যা করার সময় তিনি কী বলেছেন?

তারা বলল, আমরা শুনতে পেয়েছি তিনি বলেছেন, হে আল্লাহ, উম্মতে মুহাম্মদীকে এক কর। হে আল্লাহ, উম্মতে মুহাম্মদীকে এক কর। এ কথা তিনি তিনবার বলেছেন।

তখন আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ! তিনি যদি ওই অবস্থায় আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন যে, আল্লাহ যেন উম্মতে মুহাম্মদীকে এক না করে, তবে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মদীকে এক করতেন না।[১০০]

সর্বোচ্চ পরিষদে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

একদল লোক আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর চতুর্দিকে বসে তাঁর থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামীদের জীবনী শুনছিল।

তিনিও তাঁদেরকে খুব আগ্রহের সাথে অগ্রগামী সাহাবীদের ত্যাগ তিতিক্ষা শুনাচ্ছিলেন। এমন সময় এক লোক বলল, আপনি আমাদেরকে উসমান সম্পর্কে বলুন।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খুব আকর্ষণের সাথে বললেন, তিনি এমন এক ব্যক্তি যাকে মালাউল আ'লায় যুন নূরাইন বলে ডাকা হয়। মালাউল আ'লা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সর্বোচ্চ পরিষদে অর্থাৎ আকাশে।[১০১]

---

[১০০] আল মুহতাদিরীন লি ইবনে আবুদ্দুনিয়া, ৫৮।

[১০১] আল ইসাবা, ৪র্থ খণ্ড, ৩৭৭ পৃ.।

আমি রাসূল থেকে দূরে যাব না

মুগীরা বিন শু'বা উসমান -এর কাছে আসলেন। তিনি তখন অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন।

মুগীরা তাঁকে বললেন, আপনি সকলের নেতা। আপনাকে নিয়ে যা হচ্ছে তা আপনি দেখছেন। আমি আপনাকে তিনটি পথ বলছি আপনি যে কোনো একটি বেছে নিন।

হয় আপনি যুদ্ধ করতে বের হবেন, কেননা আপনার হাতে অনেক শক্তি আছে, আর আপনি সত্যের ওপর আছেন তারা অসত্যের ওপর আছে।

অথবা, আমরা আপনার জন্যে ঘরের পেছন দিয়ে একটি দরজা করে দিই আপনি সেই দরজা দিয়ে মক্কায় চলে যাবেন। কেননা তারা সেখানে আপনাকে হত্যা করাকে বৈধ মনে করবে না।

অথবা, আপনি সিরিয়া চলে যান সেখানে তো মুয়াবিয়া আছেন।

তখন উসমান খুব ব্যক্তিত্বের সাথে বললেন, জেনে রাখ, আমি যদি যুদ্ধ করি তাহলে নবী যাদেরকে রেখে গেছেন তাদের মধ্যে আমিই প্রথম ব্যক্তি হব যে তাঁর উম্মতের মাঝে রক্তপাত ঘটিয়েছে।

আর আমি মক্কা যাওয়া, আমি তো মক্কায় যাব না এ কারণে যে আমি রাসূল -কে বলতে শুনেছি মক্কায় কোরাইশদের এক লোককে দাফন করা হবে যাকে বিশ্বের অর্ধেক শাস্তি দেওয়া হবে।

আর আমার সিরিয়া যাওয়া, সিরিয়া তো এ কারণে যেতে পারব না যে, আমি চাই না আমার হিজরতে ঘর ও রাসূল -এর কাছ থেকে দূরে থাকি।[১০২]

---

[১০২] তারিখুল খুলাফা, ২৫৮।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দ্রোহ

যখন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কানে খলিফার অবরুদ্ধ হওয়ার সংবাদ পৌঁছল। তিনি বিদ্যুৎগতিতে তরবারি হাতে নিয়ে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে ছুটে গেলেন।

তিনি তাঁর কাছে এসে চিৎকার দিয়ে বললেন, তারা কী ভালো হবে, নাকি মার খাবে।

তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খুব শান্তভাবে বললেন, আবু হুরায়রা, তুমি কী সকল মানুষকে হত্যা করতে পারলে খুশি হবে?

তিনি বললেন, না।

তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! তুমি যদি কোনো এক ব্যক্তিকে হত্যা কর তবে তুমি সকল মানুষকেই হত্যা করলে।

তখন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মনে তাঁর এ কথা গেঁথে গেল। তিনি শান্ত হয়ে ফিরে গেলেন।

এর মধ্যে একদিন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সাথে অবরুদ্ধ থাকা অবস্থায় বিদ্রোহীরা এক লোককে হত্যা করল।

তখন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমীরুল মুমিনীন, এখন হত্যা করা বৈধ কেননা তারা আমাদের একজনকে হত্যা করেছে।

তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি তোমাকে দৃঢ়ভাবে বলছি, তুমি তোমার তরবারি রাখ। আমি চাচ্ছি নিজেকে পেশ করে মুসলমানদেরকে রক্ষা করতে।[১০৩]

---

[১০৩] ত্বাবাকাতু ইবনি সা'দ, ৩য় খণ্ড, ৫১ পৃ.।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও বিদ্রোহীদের প্রশ্ন

মিশর থেকে বিদ্রোহীরা উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে শাস্তি দিতে মদিনা এসেছে। যখন তারা মদিনার কাছে এসে পৌঁছল তখন তিনি মিম্বরে উঠে খুতবা দিলেন।

খুত্বাতে তিনি বললেন, ...তোমরা মন্দ প্রকাশ করেছ, আর কল্যাণ গোপন রেখেছ। তোমরা জনগণের বিদ্রোহকে উস্কে দিচ্ছ। তোমাদের মধ্যে কে আছো এ দলের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে তারা কিসের প্রতিশোধ গ্রহণ করবে? তাদের উদ্দেশ্য কী? তিনি এ কথা তিনবার বললেন, কিন্তু তারপরও কোনো উত্তর আসেনি। তখন সবাই চুপ করে রইল কেউ কোনো উত্তর দিল না।

তাদের নিরবতা ভেঙে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দাঁড়িয়ে বললেন, আমি।

তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তুমি তাদের আত্মীয় তাদের নিকটবর্তী এবং তাদের জন্যে অধিক উপযুক্ত।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাদের কাছে আসলেন। তারা তাঁকে স্বাগত জানাল আর বলল, আমাদের কাছে যারা আসছে তাদের মধ্যে আপনিই অধিক প্রিয়।

তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কিসের প্রতিশোধ নিবে?

তারা বলল, আমরা তার থেকে প্রতিশোধ নিব এ কারণে যে, তিনি আল্লাহর কিতাবকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়েছেন, তিনি চারণভূমি দখল করেছেন, তিনি নিজের আত্মীয়স্বজনকে সরকারি পদে নিয়োগ দিয়েছেন, মারওয়ানকে দুই লক্ষ দিরহাম দিয়েছেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদেরকে কষ্ট দিয়েছেন।

তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিলেন।

-কোরআন তা তো আল্লাহর পক্ষ থেকে, আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন হরফে পড়তে নিষেধ করেছি যাতে করে তোমাদের মাঝে মতানৈক্য না হয়, সুতরাং তোমাদের যে কিরাতে ইচ্ছা তোমরা তা পাঠ কর।

-আর চারণভূমি, আল্লাহর শপথ! আমি তা নিজের জন্যে সংরক্ষণ করিনি, আমি তো তা সদকার গবাদিপশুর জন্যে সংরক্ষণ করেছি, যাতেকরে মিসকীনরা ভালো মূল্য পায়।

-আর তোমাদের অভিযোগ, আমি মারওয়ানকে দুই লক্ষ দিরহাম দিয়েছি, সে সম্পদ তো তাদের ঘরের.......।

-আর তোমাদের অভিযোগ, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের কষ্ট দিয়েছি, এটা তো এ কারণে যে, আমি মানুষ, কখনো রাগ হয় কখনো খুশি হয়,

সুতরাং তাদের মধ্যে যারা প্রতিশোধ নিতে চায় তারা আসুক, আমি তো এখানেই আছি, যদি চায় আমাকে বন্দি করুক, যদি চায় আমাকে ক্ষমা করুক, অথবা যদি চায় বিনিময় নিয়ে খুশি হবে তাহলে বিনিময় গ্রহণ করুক।

বিদ্রোহীরা তাদের কথার উত্তর পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে মদিনায় প্রবেশ করল।[১০৪]

বন্দিদশায়ও কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি যত্ন

উসমান -এর আযাদকৃত গোলাম মুসলিম আবু সাইদ (রহ) বলেন, বন্দিদশায় উসমান বিশজন গোলাম আযাদ করেন। অতঃপর পাজামা চেয়ে তা পরিধান করলেন এবং তা খুব কষে বেঁধে নিলেন। অথচ এর আগে তিনি না জাহিলী যুগে সেলোয়ার পাজামা পরেছেন, না ইসলাম গ্রহণ করার পর। তারপর বললেন, গত রাতে আমি রাসূল , আবু বকর ও ওমর -কে স্বপ্নে দেখেছি। তাঁরা আমাকে বলেছেন, ধৈর্য ধরো, কারণ, তুমি আগামীকাল সন্ধ্যায় আমাদের কাছে এসে ইফতার করবে। তারপর তিনি কুরআন শরীফ চাইলেন এবং কুরআন শরীফ খুলে নিজের সামনে রাখলেন। যখন তিনি শহীদ হলেন তখন কুরআন খোলা অবস্থায়ই তাঁর সামনে ছিল।[১০৫]

[১০৪] আছারুস্ সাহাবা, ২য় খণ্ড, ১৬।
[১০৫] হায়াতুস সাহাবা।

তুমি আমাদের সাথে ইফতার করবে

খুব আফসোস ও দুঃখের সাথে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর স্ত্রী নায়েলা আমীরুল মুমিনীন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে হত্যা করার পূর্বে তাঁর শেষ মুহূর্তের ঘটনা বলছিলেন।

তিনি বললেন, যখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অবরুদ্ধ হলেন তখন থেকে তিনি প্রতিদিন রোযা রেখে কাটাতেন। যখন ইফতারের সময় হতো তখন তিনি মিষ্টি পানি চাইতেন।

একদিন তিনি পানি চাইলে তারা বলল, এই নিন এটা রকী কূপের পানি, এ পানিগুলো যে কূপের সে কূপে মানুষ ময়লা আবর্জনার কাপড় ফেলত। যখন সেহরীর সময় হলো তখন আমি এক প্রতিবেশীর কাছে গিয়ে পানি চাইলাম। তারা আমাকে পানি দিল। আমি একটি পাত্রে পানি নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। তারপর তাঁকে ঘুম থেকে জাগালাম।

আমি বললাম, এগুলো মিষ্টি পানি, আপনার জন্যে আমি নিয়ে এসেছি।

তিনি বললেন, এই সাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এসেছেন, তাঁর সাথে তখন পানির বালতি ছিল।

তিনি আমাকে বললেন, উসমান, পান কর, আমি তৃষ্ণা নিবারণ করা পর্যন্ত পান করলাম।

তিনি আমাকে আবার বললেন, আরো পান কর, তখন আমি তৃপ্ত হওয়া পর্যন্ত পান করলাম।

তারপর তিনি বললেন, এরা তোমার উপরে অচিরেই আক্রমণ করবে। যদি তাদের সাথে যুদ্ধ কর তবে জয়ী হবে আর যদি যুদ্ধ না কর তবে আমাদের সাথে এসে ইফতার করবে।

তাঁর স্ত্রী বলেন, এরপর সেই দিনেই বিদ্রোহীরা এসে তাঁকে হত্যা করে।[১০৬]

---

[১০৬] কিতাবুস্ সুন্নাহ লি ইবনি আবী আসেম, হাদিস নং ১৩০২, ২য় খণ্ড, ৫৯৩ পৃ.।

বিরোধীদের আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করলেন

আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ (রহ) বলেন, সাঈদ বিন আ'স রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর খেদমতে হাজির হয়ে বললেন, আমীরুল মুমিনীন, আপনি কতদিন পর্যন্ত আমাদের হাত ফিরিয়ে রাখবেন? এ বিদ্রোহীরা তো আমাদের খেয়ে ফেলছে। কেউ আমাদের ওপর তীর নিক্ষেপ করে, কেউ আমাদের পাথর মারছে, কেউ আবার তলোয়ার উঁচিয়ে দেখাচ্ছে। সুতরাং আপনি আমাদেরকে নির্দেশ দিন আমরা এদের সাথে লড়াই করি।

তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আল্লাহর শপথ! আমার তো তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার মোটেই ইচ্ছা নেই। যদি আমি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করি, আমি নিশ্চয়ই তাদের থেকে নিরাপদ হয়ে যাব, কিন্তু তাদের এবং তারা, যারা তাদেরকে আমার বিরুদ্ধে উস্কিয়ে দিয়েছে সবাইকে আমি আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করে দিচ্ছি। কেননা, আমাদের সকলকে নিজ প্রভুর নিকটে একত্রিত হতে হবে। কোনোভাবেই আমি তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিতে পারি না।[১০৭]

রাত তাদের জন্যে

আমীরুল মুমিনীন উসমান (রা)-এর অভ্যাস ছিল তিনি যখন রাতের বেলায় উঠতেন তখন নিজের অযুর পানি নিজেই নিতেন। তাকে বলা হলো, আপনি যদি খাদেমকে নির্দেশ দেন তাহলে সে তো আপনার জন্য ব্যবস্থা করে দিত। এর উত্তরে তিনি বললেন, না, রাত তাদের জন্যে, তারা রাতে বিশ্রাম গ্রহণ করে। অর্থাৎ তারা কাজ করে, সুতরাং রাতে তারা বিশ্রাম করবে।[১০৮]

---

[১০৭] হায়াতুস সাহাবা, তাবাকাতে ইবনে সা'দ।

[১০৮] ফাযায়েলুস সাহাবা, ৭৪২ পৃ.।

উসমান রাসূল -এর পাশে থাকতে সন্তুষ্ট

সায়্যেদা রায়ত্বা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমাকে উসামা বিন যায়েদ উসমান -এর কাছে প্রেরণ করেছেন।

তিনি আমাকে বললেন, যাও, কেননা মহিলারা ঘরের ভেতরে যেতে সহজ হবে। তুমি গিয়ে তাঁকে বলবে, আপনার চাচাতো ভাই উসামা আপনাকে সালাম জানিয়েছে, আর বলেছে, 'আমার অনেক চাচাতো ভাই আমার কাছেই আছে, আমার কাছে বাহন আছে, যদি আপনি চান তাহলে আমরা তা ঘরের কিনারায় প্রস্তুত করতে পারি, এরপর আপনি বের হয়ে মক্কায় মুকার্‌রমা যাবেন যেখানে মানুষ নিরাপদ থাকে। কেননা রাসূল তা করেছেন যখন তিনি তাঁর গোত্রের লোক থেকে আক্রান্ত হওয়ার ভয় করেছেন।'

রায়ত্বা এসে উসমান -কে উসামার কথাগুলো বললেন।

তখন উসমান বললেন, তাঁকে আমার পক্ষ থেকে সালাম ও আল্লাহর রহমত বলবে। আর তাকে বলবে, আল্লাহ তাকে তার চাচাতো ভাইয়ের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমি এমন নই যে, মৃত্যুর ভয়ে রাসূল -কে ত্যাগ করে দূরে চলে যাব।

তখন রায়ত্বা উসামা -এর কাছে এসে খলিফার কথাগুলো জানালেন।

তখন উসামা বললেন, তোমার জন্য আফসোস! তুমি ফিরে যাও আমি দেখছি তিনি নিহতই হবেন।[১০৯]

---

[১০৯] ইবনে আসাকির, ৪১১।

আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগে তাওয়াফ করব না

বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরা করার জন্য মক্কার দিকে রওনা দিলেন, কিন্তু পথে তিনি কোরাইশদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলেন।

তখন তিনি ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বার্তাবাহক হিসেবে মক্কায় প্রেরণ করে তাদেরকে জানাতে চাইলেন যে, তিনি যুদ্ধ করতে আসছেন না; বরং ওমরা পালন করতে আসছেন।

তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি আমার ব্যাপারে কোরাইশদের ভয় করছি। বনূ আদীর কেউ নেই, যে আমার ওপর আক্রমণ আসলে প্রতিরোধ করবে। কোরাইশদের সাথে আমার শত্রু ও কঠোরতার ব্যাপারে আপনার তো জানা আছে; বরং আমি আপনাকে এমন একজন লোক দেখিয়ে দিচ্ছি যিনি কোরাইশদের কাছে আমার থেকে অধিক সম্মানিত..........তিনি উসমান বিন আফ্ফান।

তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে আবু সুফিয়ান ও কোরাইশদের সম্মানিত ব্যক্তিদের কাছে প্রেরণ করলেন। কোরাইশদেরকে এ বিষয় জানিয়ে দিতে যে, তিনি যুদ্ধ করতে আসেননি; বরং কা'বাঘর যিয়ারত করতে এসেছেন।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মক্কার দিকে সফর শুরু করলেন। মক্কা প্রবেশ করার আগে আবান বিন সাঈদ বিন আল আ'সের সাথে তাঁর দেখা হলো। সে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে। তিনি তার সাথে মক্কায় গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বার্তা কোরাইশদের কাছে পৌঁছে দিলেন।

যখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বার্তা শুনানো শেষ করলেন তখন তারা বলল, যদি তুমি চাও বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবে তাহলে কর।

তখন উসমান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফ করার আগে আমি তা তাওয়াফ করতে চাই না।[১১০]

---

[১১০] সিয়ারু ইবনে হিশাম, ৩য় খণ্ড, ৩২৩ পৃ.।

এক লোক জাহান্নাম চাচ্ছে

মুসাফিরদের জন্যে বানানো সিরিয়ার এক হোটেলে চিৎকারের আওয়াজ আসছিল। হায় আমার ধ্বংস জাহান্নাম! হায় আমার ধ্বংস জাহান্নাম!

তখন আবু কিলাবা (রহ) যিনি হাফেযে হাদিস ছিলেন, তিনি ওই আওয়াজের দিকে এগিয়ে গেলেন। তখন তিনি দেখতে পেলেন এক লোক, যার হাত কাঁধ পর্যন্ত কাটা, পাও কাটা, সে অন্ধ, চেহারার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে, সে চিৎকার করে বলছে, আমার ধ্বংস, আমি জাহান্নামী।

তখন আবু কিলাবা খুব অনুগ্রহের সাথে বললেন, হে আল্লাহর বান্দা! তোমার কী হয়েছে?

সে হতাশার সাথে বলল, আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও।

তখন সেখানে ছুটে আসা মানুষেরা বলল, বল, তোমার কী হয়েছে?

তখন সে আফসোস করতে করতে বলল, আমি ওই লোকদের মাঝে ছিলাম যারা উসমানের ঘরে প্রবেশ করেছে। আমি তাদের অগ্রভাগে ছিলাম যারা তার কাছে গিয়েছিল। আমি যখন তার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম তখন তার স্ত্রী চিৎকার দিয়ে উঠল। সে চিৎকার দেওয়ার কারণে আমি তাকে থাপ্পড় মারলাম। তখন উসমান আমার দিকে তাকাল, এদিকে তার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল। সে আমাকে বলল, আল্লাহ যেন তোমার হাত পাগুলো অবশ করে দেন, তোমাকে অন্ধ করে দেন এবং তোমাকে জাহান্নামে প্রবেশ করান।

যখন আমি গভীরভাবে বিষয়টি ভেবে দেখলাম তখন আমার মনে ভয় ঢুকে গেল। আমি তার অভিশাপ থেকে বাঁচার জন্যে দ্রুত বের হয়ে গেলাম এবং আমি যা করেছি তা থেকে পালাতে লাগলাম। আমি আমার বাহনে উঠে দ্রুত পালাতে লাগলাম। যখন আমি এ জায়গায় পৌঁছলাম, হঠাৎ কেউ একজন এসে আমার এ রকম করে দিল যেমন তোমরা দেখছ। আল্লাহর শপথ! আমি জানি না, সে কী জ্বীন নাকি মানুষ। আল্লাহ তা'আলা আমার হাত, পা ও দৃষ্টির ব্যাপারে তার দোয়া কবুল করেছে। আল্লাহর শপথ! তার দোয়ার মধ্যে আর জাহান্নামই বাকি আছে।

আবু কেলাবা (রহ) বলেন, তখন আমি চেয়েছি আমার পা দ্বারা তাকে আঘাত করব। পরে আমি বললাম, দূরে যা.......দূরে যা...... ।[১১১]

---

[১১১] আর্ রিক্কাতু ওয়াল বুকা, ১৯৫।

আমাকে সেদিন খেয়ে ফেলছে যেদিন সাদা ষাঁড়টিকে খেয়ে ফেলা হয়েছে

খুব চিন্তা ও বিষণ্নতার সাথে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর একদল সাথির কাছে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জীবনী বর্ণনা করছিলেন।

বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বললেন, তোমরা কী জানো আমার, তোমাদের ও উসমানের উদাহরণ কী?

এর উদাহরণ হচ্ছে এক বনে তিনটি ষাঁড়ের মতো। একটি কালো আরেকটি সাদা অন্যটি লাল। তাদের সাথে একটি সিংহও আছে।

ষাঁড় তিনটি একত্রে থাকার কারণে সিংহ কিছুই করতে পারছিল না। তখন সিংহটি লাল ও সাদা সিংহকে বলল, আমাদের এ বনে সাদা ষাঁড়টি ব্যতীত আর কেউ নেই যে আমাদের ওপর নেতৃত্ব দিবে। কেননা তার রং প্রসিদ্ধ। যদি তোমরা দুইজন আমাকে অনুমতি দাও তাহলে আমি তাকে খেয়ে ফেলব। এতে আমার ও তোমাদের জন্যে তা কল্যাণকর হবে।

তখন তারা বলল, খেয়ে নাও। তারপর সে সাদা ষাঁড়টিকে খেয়ে দূরে বসে রইল।

এরপর সে লাল ষাঁড়টিকে বলল, আমাদের এ বনে কালো ষাঁড়টি ব্যতীত আর কেউ নেই যে আমাদের ওপর নেতৃত্ব দিবে। কেননা তার রং প্রসিদ্ধ। আর আমার রং, তোমার রং প্রসিদ্ধ নয়। সুতরাং যদি তুমি আমাকে অনুমতি দাও তাহলে আমি তাকে খেয়ে নিব। এতে আমার ও তোমার উভয়ের কল্যাণ হবে।

সে বলল, খেয়ে নাও, সিংহ কালো ষাঁড়টিকেও খেয়ে নিল।

এর কিছুদিন পর সে লাল ষাঁড়কে বলল, আমি তোমাকে খাব।

তখন ষাঁড়টি বলল, আমাকে সুযোগ দাও আমি তিনবার চিৎকার দিব।

সিংহ বলল, দাও।

ষাঁড়টি চিৎকার করে বলল, জেনে রাখ, আমাকে সে দিন খেয়ে ফেলছে যেদিন সাদা ষাঁড়টিকে খাওয়া হয়েছে। আমাকে সে দিন খেয়ে ফেলছে যেদিন সাদা ষাঁড়টিকে খাওয়া হয়েছে। আমাকে সে দিন খেয়ে ফেলছে যেদিন সাদা ষাঁড়টিকে খাওয়া হয়েছে।[১১২]

---

[১১২] তারিখুল মাদিনা, ৪র্থ খণ্ড, ১২৩ পৃ.।

উসমান -এর বরকত

আবু হুরায়রা মানুষের মাঝে বসে কিস্‌সা বর্ণনা করছিলেন। তখন তিনি খুব ব্যথা ও বেদনার সাথে বললেন, ইসলামের যুগে আমি তিনটি কঠিন বিপদে পড়েছি, যেগুলোর মতো বিপদে আমি কখনো পড়িনি।

রাসূল -এর মৃত্যু......উসমান হত্যা, আর ব্যাগ হারানো, এ তিনটি বিপদ।

তারা বলল, কী ব্যাগ?

তিনি বলল, আমরা এক সফরে রাসূল -এর সাথে ছিলাম। তখন তিনি বললেন, আবু হুরায়রা, তোমার কাছে কী কিছু আছে?

আমি বললাম, আমার ব্যাগে খেজুর আছে।

তিনি বললেন, নিয়ে আস।

আমি ব্যাগটি নিয়ে আসলে তিনি তাতে বরকতের দোয়া করে দিলেন।

এরপর তিনি বললেন, ব্যাগ থেকে দশটি খেজুর নিয়ে আস। আমি দশটি নিয়ে আসলাম। তারপর তিনি আবারো আনতে বললেন। আমি আবারো আনলাম। এভাবে এক এক করে সকল সৈন্যকে খেজুর খাওয়ানো হলো, তবুও ব্যাগের খেজুর শেষ হলো না।

তারপর নবী বললেন, আবু হুরায়রা, যখন তোমার খেজুর খেতে মনে চাইবে তুমি তাতে হাত ঢুকিয়ে খেজুর খেয়ে নিবে।

আবু হুরায়রা বলেন, আমি রাসূল -এর জীবদ্দশায় সেখান থেকে খেজুর খেয়েছি। তারপর আবু বকরের খেলাফতের সময়ও খেয়েছি। তারপর ওমরের খেলাফতের সময়েও খেয়েছি এবং উসমানের খেলাফতের শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে খেজুর নিয়ে খেয়েছি।

যখন উসমান শহীদ হলেন তখন বরকত তুলে নেওয়া হলো। এক চোর আমার ঘরে ঢুকে আমার ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে গেল।[১১৩]

---

[১১৩] দালায়িলুন নুবুওয়াহ্, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১১০ পৃ.।

আল্লাহর খলিফা ও আল্লাহর উটনী

আবু মুসলিম আল খাওলানীর পাশ দিয়ে মদিনার কিছু মানুষ হেঁটে যাচ্ছিল। আবু মুসলিম তখন দামেশকে ছিলেন।

তখন তিনি তাদেরকে বললেন, 'আহলে হিজরের' তোমাদের ভাইদের পাশ দিয়ে কী তোমরা এসেছ? অর্থাৎ সামুদ জাতির এলাকা।

তারা বলল, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের যে পরিণতি করেছেন তা তোমরা কেমন দেখলে?

তারা বলল, তাদের গুনাহর শাস্তি।

তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তোমরাও তাদের মতো।

এরপর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাদের কাছে আসলেন তখন ওই শায়েখ বের হয়ে গেলেন।

মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আসলে তারা তাঁর কাছে অভিযোগ করে বলল, এ শায়েখ, আমাদেরকে কষ্ট দিয়েছেন, যিনি এমাত্র বের হয়ে গেছেন।

তখন মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে জিজ্ঞেস করে বললেন, আবু মুসলিম, তোমার সাথে আর তোমার ভাতিজাদের সাথে কী হয়েছে?

তখন তিনি বললেন, আমি তাদেরকে বলেছি, তোমরা কী আহলে হিজরের পাশ দিয়ে এসেছ? তারা বলেছে, হ্যাঁ। আমি বলেছি, আল্লাহ তা'আলা তাদের যে পরিণতি করেছেন তা তোমরা কেমন দেখলে? তারা বলল, তাদের গুনাহর শাস্তি হিসেবে আল্লাহ তা করেছেন।

তখন আমি বলেছি, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তোমরাও তাদের মতো।

মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, কীভাবে, আবু মুসলিম?

তিনি বললেন, তারা আল্লাহর উটনী হত্যা করেছে, তোমরা আল্লাহর খলিফাকে হত্যা করেছ। আর আমি আল্লাহকে সাক্ষ্য রেখে বলছি যে, আল্লাহর উটনী থেকে আল্লাহর খলিফা তাঁর কাছে অধিক সম্মানিত।

রোম সেনাপতির তাঁবুতে

রোম দেশে একটি সংবাদ কিয়ামতের মতো এসে পৌঁছল যে, উসমান বিন আফ্‌ফান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খিলাফতের দায়িত্ব পেয়েছেন।

তখন তাদের বড় বড় নেতারা হাসতে লাগল। উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর অধিক বয়স তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে দিল। তারা ধারণা করতে লাগল যে, খিলাফত দুর্বল হয়ে গেছে। তারা তাদের সীমান্তের পাশে অবস্থিত মুসলিম এলাকায় তাদের সৈন্যদের দ্বারা হামলা করে ভয় দেখাল।

তখন উসমান বিন আফ্‌ফান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে নির্দেশ দিয়ে লিখলেন যে, রোমের সেনাপতির কাছে একজন মুসলমান বীর পাঠাও।

তখন মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর আদেশমতো রোমের সেনাপতির কাছে হাবীব বিন মুসাল্লামাকে পাঠালেন। তিনি এমন একজন অশ্বারোহী ছিলেন যিনি বিজয় ছিনিয়ে নিয়ে আসতেন। তাঁর স্ত্রী উম্মে আব্দুল্লাহ্ বিনতে ইয়াজিদ তিনিও একজন অশ্বারোহী ছিলেন।

যখন হাবীব বিন মুসাল্লামা যুদ্ধের পোশাক পরছিলেন তখন তাঁর স্ত্রী বললেন, যখন যুদ্ধ কঠিন আকার ধারণ করবে তখন আমি আপনার সাথে কোথায় মিলিত হব তিনি বললেন, রোম সেনাপতির তাঁবুতে অথবা জান্নাতে।

তারপর তিনি ও তাঁর স্ত্রী মরণ যুদ্ধে নেমে গেলেন। তিনি তাঁর সত্যের তরবারি দ্বারা একের পর এক আঘাত করতে লাগলেন। অবশেষে তিনি নিজ চোখে বিজয় দেখলেন।

এরপর তিনি দ্রুত রোম সেনাপতির তাঁবুতে ছুটে গেলেন। গিয়ে দেখলেন তাঁর আগেই তাঁর স্ত্রী সেখানে উপস্থিত।[১১৪]

---

[১১৪] তারিখুত ত্বাবারী, ৫ম খণ্ড, ২৪৮ পৃ.।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শহীদ

কূফায় মানুষেরা এক জায়গায় বসে হাদিসের চর্চা করছিল। তারা উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর জীবনী নিয়ে আলোচনা করছিল। এমন সময় তাদের একজন চিৎকার দিয়ে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শহীদ হয়ে মারা গেছেন।

তখন জাবানিয়ারা তাকে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর কাছে ধরে নিয়ে গেল। তারা তাঁর কাছে গিয়ে বলল, যদি আপনি হত্যা করতে নিষেধ না করতেন তবে আমরা এ লোককে হত্যা করতাম। সে ধারণা করছে উসমান শহীদ হয়েছে।

তখন ওই লোকটি আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে বললেন, আপনিও সাক্ষ্য দিবেন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শহীদ হয়েছেন। আমি আপনাকে স্মরণ করে দিচ্ছি, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে তাঁর কাছে চাইলাম, তিনি দান করলেন। তারপর আমি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর কাছে চাইলাম, তিনিও আমাকে দান করলেন। এরপর আমি ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর কাছে চাইলাম, তিনিও আমাকে দান করলেন। এরপর আমি উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর কাছে চাইলাম, তিনিও আমাকে দান করলেন।

এরপর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমার জন্যে বরকতের দোয়া করুন।

তখন তিনি বললেন, তোমার জন্যে কেনোই বা বরকত হবে না অথচ তোমাকে একজন নবী, একজন সিদ্দিক ও দুইজন শহীদ দান করেছেন। তিনি এ কথা তিনবার বলেছেন।[১১৫]

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তার এ কথাকে সত্যায়ন করেছেন, তিনি এ ব্যাপারে সাক্ষ্যও দিয়েছেন এবং মানুষকে খলিফাদের ব্যাপারে বাজে মন্তব্য করতে নিষেধ করেছেন।[১১৬]

---

[১১৫] আল মুসনাদ লি আবু ইয়ালা, ৩য় খণ্ড, ১৭৬ পৃ.।

[১১৬] কানযুল উম্মাল , ৩৬১০৩।

জান্নাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রফীক

একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেয়ে সায়্যেদা উম্মে কুলছুম রাদিআল্লাহু আনহা ও তাঁর স্বামী উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলেন।

যখন তিনি তাঁর কাছে গিয়ে বসলেন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমার স্বামী উত্তম নাকি ফাতেমার স্বামী উত্তম?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ চুপ থেকে তাঁকে মায়া ও ভালোবাসার সাথে বললেন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে তোমার স্বামী তাদের একজন। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাঁকে ভালোবাসেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা দ্বারা উম্মে কুলছুম রাদিআল্লাহু আনহা-এর অন্তর প্রশান্তি লাভ করল। যখন তিনি ফিরে যেতে চাইলেন তখন তাঁকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডেকে বললেন, আমি কী বলেছি?

তিনি বললেন, আপনি বলেছেন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে আমার স্বামী তাদের একজন। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাঁকে ভালোবাসেন।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় বললেন, হ্যাঁ, আমি আরো বৃদ্ধি করে বলছি, আমি জান্নাতে প্রবেশ করে তাঁর মর্যাদা দেখেছি, আমি তাঁর থেকে উঁচু কোনো মর্যাদা আমার অন্যকোনো সাহাবীদের জন্যে দেখিনি।

তিনি আরো বললেন, প্রত্যেক নবীর জন্যে একজন রফীক (বন্ধু) থাকবে। আর জান্নাতে আমার রফীক হবে উসমান।[১১৭]

---

[১১৭] আল মাজমা, ৯ম খণ্ড, ৯১ পৃ.।

উসমান -এর স্মৃতিকথা বর্ণনা

একদিন উবায়দুল্লাহ বিন আদী বিন খায়্যার উসমান -এর কাছে বসে ছিলেন। তাঁরা উভয়ে স্মৃতিকথা বর্ণনা করতে লাগলেন।

উসমান তাকে বললেন, ভাতিজা, তুমি কী রাসূল -কে পেয়েছ?

উবায়দুল্লাহ বললেন, না....... ।

এরপর উসমান বললেন, পরকথা, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ -কে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। তখন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছেন এবং মুহাম্মদ যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন তার ওপর ঈমান এনেছে। তারপর আমি দুইবার হিজরত করেছি এবং আল্লাহর রাসূলের জামাতা হয়েছি। তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছি। আল্লাহর শপথ! আমি কখনো তাঁর অবাধ্য হয়নি, তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতাও করিনি যতদিন আল্লাহ তা'আলা জীবিত রেখেছেন।[১১৮]

উসমান -এর বদান্যতা ও তালহা -এর ব্যক্তিত্ব

হযরত ত্বালহা -এর কাছে উসমান -এর পঞ্চাশ হাজার দিরহাম ছিল।

এরই মধ্যে একদিন উসমান মসজিদে গেলে তাঁর সাথে ত্বালহা -এর দেখা হলো।

ত্বালহা তাঁকে বললেন, আপনার সম্পদ প্রস্তুত, আপনি তা গ্রহণ করুন।

তখন উসমান উদারভাবে বললেন, আবু মুহাম্মদ (ত্বালহা), তোমার সম্মানে তা তোমার জন্যে।[১১৯]

---

[১১৮] মাজমউয যাওয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, ৯১ পৃ.।

[১১৯] আল মুরুআ লিল মারজুবানী, ৬৪পৃ,।

আমি আমার প্রভুর কাছে দশটি জিনিস সঞ্চয় করে রেখেছি

বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ল। বিদ্রোহীরা খলিফাকে আক্রমণ করতে থাবা দিচ্ছিল। আবু ছাওর উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর অবস্থা দেখার জন্যে তাঁর কাছে আসলেন।

তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি আমার প্রভুর কাছে দশটি জিনিস সঞ্চয় করে রেখেছি।

-আমি প্রথম চারজন ইসলাম গ্রহণকারীর চতুর্থজন।

-আমি জায়সে উসরাকে সজ্জিত করেছি।

-রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে তাঁর মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন।

-এরপর সে মারা গেলে তিনি তাঁর অন্য মেয়েকে আমার সাথে বিয়ে দিয়েছেন।

-আমি কখনো গান গাইনি।

-আমি কখনো মিথ্যা বলিনি।

-আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে বাইয়াত হওয়ার পর থেকে আমার ডান হাত দ্বারা লজ্জাস্থান স্পর্শ করিনি।

-এমন কোনো জুমা'আর দিন যায়নি যেদিন আমি একটি গোলাম আযাদ করনি তবে না থাকলে পরে আযাদ করে দিয়েছি।

-আমি জাহিলী যুগে বা ইসলামী যুগে কখনো যিনা করিনি।

-আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে কোরআন একত্রিত করেছি (লিখেছি)।[১২০]

---

[১২০] তারিখুল খুলাফা, ২৫৮, ২৫৯ পৃ.।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর স্ত্রীর বিশ্বস্ততা

সায়্যেদা নায়েলা রাদিয়াল্লাহু আনহা উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সবচেয়ে সুন্দর স্ত্রী ছিলেন। তিনি অধিক বুদ্ধিমতীও ছিলেন।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু শহীদ হওয়ার পর নায়েলার জন্যে অনেক প্রস্তাব আসতে লাগল। আরবের বিভিন্ন গোত্র থেকে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব আসতে লাগল। তাঁদের মধ্যে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সবার অগ্রে ছিলেন।

তখন নায়েলা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজের স্বামীর কবরের কাছে গিয়ে তাঁর জন্যে আল্লাহর কাছে রহমত চাইলেন এবং দোয়া করলেন। তারপর তিনি তাঁর বাড়িতে ফিরে এলেন।

বাড়িতে ফিরে এসে তিনি একটি পাথর নিয়ে নিজের সামনের দাঁত ভেঙে ফেললেন। কেননা মহিলাদের হাসির মধ্যে তাঁর হাসিই সবচেয়ে সুন্দর ছিল।

এরপর তিনি উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর লাজুকতার কথা উল্লেখ করে বললেন, আল্লাহর শপথ! উসমানের স্থানে আমি কাউকে বসাতে পারব না।

তিনি তাঁর ভাঙা দাঁত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন তিনি তাঁর বিয়ের প্রস্তাবে রাজি না।।[১২১]

সমাপ্ত

---

[১২১] আখবারুন নিসা, লি ইবনি আল জাওযী ১২৮।

দারুস সালাম বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত বইয়ের তালিকা

ক্রম.নং	বইয়ের নাম	লেখক	হাদিয়া
১.	কুরআনুল কারীম (সরল অনুবাদ, টীকা হাদীস)	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক মুহাম্মদ ফয়েজুল্লাহ	৯৫০ টাকা
২.	তরজমানুল কুরআন	শাহ আলম খান ফারুকী ডক্টর খ ম আব্দুর রাজ্জাক	১২০০ টাকা
৩.	আল কুরআনের সারমর্ম	শাহ আলম খান ফারুকী ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক	৬০০ টাকা
৪.	আর রাহীকুল মাখতুম	আল্লামা শফিউর রহমান মোবারকপুরী	৭৫০ টাকা
৫.	বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও সহীহ হাদীস সংকলন-১	ডক্টর খ ম আব্দুর রাজ্জাক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ	৩৫০ টাকা
৬.	বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও সহীহ হাদীস সংকলন-২	ডক্টর খ ম আব্দুর রাজ্জাক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ	৪০০ টাকা
৭.	দারুসুল কুরআন ও দারুসুল হাদীস-১	মুহাম্মদ ইসরাফিল	১৪০ টাকা
৮.	দারুসুল কুরআন (শেষ ১৪ সূরা)	মাওলানা শাহ আলম খান ফারুকী	১৬০ টাকা
৯.	Quranic Vocabulary তিন ভাষায় উচ্চারণসহ	আব্দুল করিম পারেখ	২৯৫ টাকা
১০.	আল কুরআনে নারী (নারীর প্রতি আলাহর নির্দেশ)	মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	২৬০ টাকা
১১.	মহানবী (স)-এর গুণাবলী	হাফেয মাওলানা মোঃ ছালাহ্ উদ্দীন কাসেমী	২৫০ টাকা
১২.	কেমন ছিলেন রাসূল (স)	আল্লামা আবদুল মালেক আল কাসেম আল্লামা আদেল বিন আলী আশ শিদ্দী	২০০ টাকা
১৩.	রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিপ্লবী জীবন	আবু সলীম মুহাম্মদ আবদুল হাই	১৬০ টাকা
১৪.	আরবী কবি, সাহিত্যিক ও সাহিত্য	জি এম মেহেরুল্লাহ	১৯০ টাকা
১৬.	মহিলা সাহাবীদের জীবনচিত্র	ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা	১৩০ টাকা
১৭.	সুয়ারুম মীন হায়াতুস সাহাবা (সাহাবীদের জীবন চিত্র) ১	ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা	৩৪০ টাকা
১৮.	সুয়ারুম মীন হায়াতুস সাহাবা (সাহাবীদের জীবন চিত্র) ২	ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা	৩০০ টাকা
১৯.	মুক্তির একমাত্র পথ শিরকমুক্ত ইবাদাত	আহসান ফারূক	১৮০ টাকা
২০.	রাসূল সা.-এর পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় কাজ	মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	২৬০ টাকা
২১.	কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে বারো চান্দের ফজিলত	ত্বকী উসমানী, আহসান ফারূক	প্রকাশিতব্য
২২.	শব্দার্থে হিসনুল মুসলিম	সাঈয়েদ ইবনে আলী আল কাহ্তানী	২২৫ টাকা
২৩.	তাকওয়ার গুরুত্ব ও ফজিলত	ডক্টর ফযলে এলাহী	১৩০ টকা
২৪.	রাহমাতুল্লিল আলামিন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা.	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী আলামা আবু আবদুর রাহমান	৩৬০ টাকা
২৫.	কিয়ামতের আলামত বিষয়ে রাসূলের ভবিষ্যত বাণী	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	১৮০ টাকা
২৬.	কিয়ামতের বর্ণনা রাসূল (স) দিলেন যেভাবে	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	২৪০ টাকা
২৭.	রমজানের ৩০ শিক্ষা ৫০০ মাসআলা	আব্দুলাহ শহীদ আব্দুর রহমান	২১০ টাকা
২৮.	৩০ তারাবীতে ৩০ শিক্ষা	মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	১৭০ টাকা
২৯.	রাসূলুল্লাহ (স)-এর নামায	ডক্টর খ ম আব্দুর রাজ্জাক	৩৬০ টাকা
৩০.	সোনামণিদের সুন্দর নাম	মো ঃ আব্দুল লতীফ	২২০ টাকা
৩১.	মৃত্যুর পরে অনন্ত জীবন	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	৩৫০ টাকা
৩২.	কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে **কবীরা গুনাহ**	ইমাম আয যাহাবী	২৬০ টাকা

ক্রম.নং	বইয়ের নাম	লেখক	হাদিয়া
৩৩.	বাইবেল কুরআন বিজ্ঞান	ডা. মরিচ বুকাইলি	৩০০ টাকা
৩৪.	আসুন আলাহর সাথে কথা বলি	মাওলানা মুহাম্মাদ মিজানুর রহমান	৩০০ টাকা
৩৫.	ইসলামে নারী	আল বাহি আল খাওলী	৩৩০ টাকা
৩৬.	ইসলামের দৃষ্টিতে প্রেম-ভালবাসা	আলামা ইবনুল জাওযী	২৫০ টাকা
৩৭.	আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না	প্রফেসর ড. ফযলে এলাহী	২৬০ টাকা
৩৮.	৩৬৫ দিনের ডায়েরী (আল্লাহ ও রাসূল সা.-এর সাথে প্রতিদিন)	মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন	৩৩০ টাকা
৩৯.	বিষয় ভিত্তিক কুরআন হাদীস পথ নির্দেশিকা	মুহাম্মদ আবদুল জাব্বার মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন	১১০ টাকা
৪০.	গল্পে গল্পে আবু বকর রা.	মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মানশাভী	১৩০ টাকা
৪১.	গল্পে গল্পে ওমর রা.	মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মানশাভী	১৩০ টাকা
৪২.	গল্পে গল্পে ওসমান রা.	মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মানশাভী	১৩০ টাকা
৪৩.	গল্পে গল্পে আলী রা.	মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মানশাভী	১৩০ টাকা
৪৪.	গল্পে গল্পে ওমর বিন আব্দুল আযীয	মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মানশাভী	১৩০ টাকা
৪৫.	প্রথম মুসলমান হযরত খাদিজা (রা.)	রাশীদা হাইলামায	১৫০ টাকা
৪৬.	আদাবে যিন্দেগী	আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী	২৭০ টাকা
৪৭.	মহিলা সাহাবী	তালীবুল হাশেমী	৩৪০ টাকা
৪৮.	ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা	ডক্টর মুহাম্মদ নুরুল আমিন	৩৫০ টকা
৪৯.	বিষয়ভিত্তিক হাদীসে কুদসী	তাহকীক : নাসিরুদ্দিন আলবানী	২০০ টকা
৫০.	কিভাবে সফল হবেন	জি এম মেহেরুল্লাহ	১৫০ টাকা
৫১.	রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রদর্শিত সালাত ও যিক্র	আহসান ফারূক	১৮০ টাকা
৫২.	সৃজনশীল পদ্ধতিতে ভালো ছাত্র হওয়ার উপায়	মুহাম্মাদ মিজানুর রহমান	১৫০ টাকা
৫৩.	সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ কে?	মুহাম্মদ হারেছ উদ্দিন	২২৫ টাকা
৫৪.	খোলাফায়ে রাশেদার ৬০০ শিক্ষণীয় ঘটনা	মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মানশাভী (মিশর)	৩৫০ টাকা
৫৫.	খোলাফায়ে রাশেদা (রা)	মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	প্রকাশিতব্য
৫৬.	আল কুরআনে ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ	মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	প্রকাশিতব্য
৫৭.	খাতামুন নাবীঈন (সা)	ডক্টর মাজেদ আলী খান	প্রকাশিতব্য
৫৮.	সহীহ নি'য়ামুল কুরআন	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী আহসান ফারূক	প্রকাশিতব্য
৫৫.	শব্দার্থে তাফসীরু কুরআন	শাহ আলম খান ফারুকী	প্রকাশিতব্য
৫৬.	বুখারী শরীফ (ব্যাখ্যাসহ)	ইসমাইল বুখরী (রহ)	প্রকাশিতব্য
৫৭.	কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে মোকসেদুল মু'মিনীন	আহসান ফারূক	প্রকাশিতব্য
৫৮.	ইসলামে মাতা-পিতা ও সন্তানের অধিকার	আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী মুহাম্মদ মিজানুর রহমান	১৫০ টাকা
৫৯.	সোনালী ফায়সালা	আব্দুল মালিক মুজাহিদ	প্রকাশিতব্য
৬০.	সোনীলী পাতা	আব্দুল মালিক মুজাহিদ	প্রকাশিতব্য
৬১.	সোনীল কিরণ	আব্দুল মালিক মুজাহিদ	প্রকাশিতব্য
৬২.	আবু বকর (রা)	আব্দুল মালিক মুজাহিদ	প্রকাশিতব্য
৬৩.	রাসূল (স) কবরের আযাবের বর্ণনা দিলেন যেভাবে	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	প্রকাশিতব্য
৬৪.	কুরআন ও সহীস হাদীসের আলোকে হালাল ও হারাম	আল্লামা ইউসুল আল-কারজাভী	প্রকাশিতব্য
৬৫.	ছোটদের বিশ্বনবী (স)	সানিয়াসনাইন খান	প্রকাশিতব্য
৬৬.	ছোটদের মূসা নবী আ.	সানিয়াসনাইন খান	প্রকাশিতব্য
৬৭.	ছোটদের ইউসুফ নবী আ.	সানিয়াসনাইন খান	প্রকাশিতব্য
৬৮.	ছোটদের হযরত আয়েশা (রা.)	স্যার নাফিস খান, টরেন্টো, কানাডা	প্রকাশিতব্য
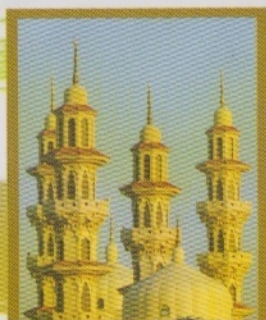
The Bright
Design:Zakir

ISBN 978-984-91094-1-9
9 549265 281728

দারুস সালাম বাংলাদেশ
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭১৫৮১৯৮৬৯, ০১৯৭৫৮১৯৮৬৯